BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1038 ◆ Friday 29 November - Thursday 05 December 2024 FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

# গভীর ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি দেশ

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে নানা ইস্যুতে চলছে সরকার বিরোধী কার্যক্রম। একের পর এক দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে অনেকটা নাস্তে নাবুদ সরকার। সর্বশেষ ইসকন ইস্যুতে দেশ ব্যাপী টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাশকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় গ্রেফতারের পর দেশজুড়ে ইসকন সমর্থকরা চালাচ্ছে তাণ্ডব। চট্টগ্রামে মঙ্গলবার প্রকাশ্য দিবালোকে একজন আইনজীবিকে হত্যা করে তাদের শক্তি জানান দিয়েছে। এ নিয়ে সর্বত্র বিরাজ করছে আতংক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বুধবার তারা মাঠে আন্দোলন, মিছিল মিটিং করেছে। তবে ইসকনের পক্ষ নিয়ে

ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ

নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ

ভারত শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের নেতারা ভারত থেকে দেশের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সরকার কঠিন সময় পার করছে। এদিকে ইসকন নিষিদ্ধ চেয়ে এবং যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে চট্টগ্রাম ও রংপুরে জরুরি অবস্থা জারির নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন এক আইনজীবী। বুধবার (২৭ নভেম্বর) গণমাধ্যমের রিপোর্ট তুলে ধরে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও দেবাশীষ রায় চৌধুরীর বেঞ্চে আদেশ প্রার্থনা করেন আইনজীবী মনিরুজ্জামান। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, যে কেউ কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। সরকার জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। সাম্প্রতিক ইস্যুতে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

এতকিছুর পরও আশার খবর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চলছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের --১৬ পৃষ্ঠায়

## জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালাস পেলেন খালেদা জিয়া

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপিল মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি। বুধবার (২৭ নভেম্বর) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

দুদকের পক্ষে ছিলেন, আইনজীবী আসিফ হাসান। পরে আসিফ হাসান জানান, আদালত বেগম খালেদা জিয়াসহ তিনজনের আপিল মঞ্জুর করেছেন। ফলে তাদের সাজা বাতিল হলো এবং তারা খালাস পেলেন। গত ২০ নভেম্বর এ আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়।

এর আগে ৩ নভেম্বর আপিল শুনানির জন্য পেপারবুক (মামলার বৃত্তান্ত) তৈরি করতে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।

সেদিন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও কায়সার কামাল --১৬ পৃষ্ঠায়

## অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দুই সমন্বয়ক

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলমের বহরের একটি গাড়ি দুর্ঘটনা পড়েছে। এতে গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন গাড়ি বহরে থাকা কয়েক জন। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামে নিহত অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের কবর জিয়ারত শেষে ফেরার পথে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি ইউনিয়নের হাজী --১৬ পৃষ্ঠায়

### ভিওএ বাংলার জরিপ

## আ.লীগকে রাজনীতি করতে দেওয়ার পক্ষে দেশের ৫৭ শতাংশ মানুষ

**পোস্ট ডেস্ক :** বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেওয়ার পক্ষে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ। আওয়ামী লীগকে কি নিষিদ্ধ করা উচিৎ না রাজনীতি করতে দেয়া উচিত, এই প্রশ্নে ভয়েস অব আমেরিকা বাংলার দেশব্যাপী এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

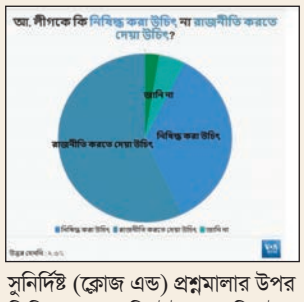


সুনির্দিষ্ট (ক্লোজ এন্ড) প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার এসিস্টেড টেলিফোন ইন্টারভিউইং এর মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগে ১৮ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সী এক হাজার মানুষের মধ্যে জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপটিতে মার্জিন অব এরর ৩.১ শতাংশ।

জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেওয়ার পক্ষে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত --১৬ পৃষ্ঠায়

## অন্তর্বর্তী সরকার প্রণীত আইনের খসড়া পরীক্ষা করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে প্রণীত সব আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কোনও আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে তোলার আগে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কমিটি খতিয়ে দেখবে। সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সোমবার (২৫ নভেম্বর) সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে প্রণীতব্য আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রদান সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি রয়েছে। কমিটির কাছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রণীতব্য/সংশোধিতব্য ৮৬টি আইনের খসড়া বিবেচনাধীন ছিল যা অন্তর্বর্তীকালীন --১৬ পৃষ্ঠায়

## ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করলো রাশিয়া

**পোস্ট ডেস্ক :** রাশিয়া এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কার করেছে। পাশাপাশি দেশটিতে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতকেও তলব করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার বিবিসি এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা তাস রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকেও তলব করেছে।

ভিডিওতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ি মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বিবিসি ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে --১৬ পৃষ্ঠায়

## ভারতে গুলি করে ৩ মুসলিমকে হত্যা

**পোস্ট ডেস্ক :** ভারতে সাম্ভাল মসজিদে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুরু হয়েছে। রবিবার সকালে আদালতের নির্দেশে মুঘল আমলের এই জামে মসজিদে জরিপ চালাতে যায় কর্মকর্তারা। এই জরিপকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুসলিম ও পুলিশের মধ্যে --১৬ পৃষ্ঠায়

## সিলেটে আমেরিকান কর্নার উদ্বোধন করেছে মার্কিন দূতাবাস

**সিলেট অফিস :** বাংলাদেশে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস বুধবার সিলেটে আমেরিকান কর্নারের নতুন শাখার উদ্বোধন করেছে। মার্কিন দূতাবাস ও স্থানীয় বাংলাদেশী অংশীদারদের মধ্যে এই যৌথ অংশীদারিত্ব উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে- স্থানীয় সম্প্রদায় ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক, দু'দেশের

জনগণের মধ্যে যোগাযোগ জোরদার এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করা। আমেরিকান স্পেস প্রোগ্রামিং বিভিন্ন থিমের ওপর আমেরিকান মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততা ও গভীরতা প্রদর্শন করে।

আমেরিকান কর্নারের --১৬ পৃষ্ঠায়

# ফিফটি এক্টিভ ক্লাব ইউকে'র আয়োজনে চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

**আনসার আহমেদ উল্লাহ :** গত ২০ নভেম্বর বুধবার ২০২৪ ডেভন্স রোড স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্টে বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিটি খেলা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ ছিলো।হাউজিং প্রজেক্ট চ্যারিটি টুর্নামেন্টে মোট পাঁচটি টিম অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি টিমে দশজন করে খেলোয়াড় ছিলেন, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশে খেলা সম্পন্ন হয়েছে প্রতিটি খেলোয়াড় এবং টিম ম্যানেজমেন্ট এর আন্তরিক সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্ট সফল হয়েছে।

৫০ এক্টিভ ক্লাব ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আনফর আলীর পরিচালনায় খেলার শুরুতে সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সালিক সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আমাদের এই মহান কাজ আপনাদের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

টুর্নামেন্ট শেষে চ্যাম্পিয়ন দল ও খেলায় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, ক্লাবের সহ সভাপতি দৌলত খান বাবুল, ফাহিম বিলাল, ট্রেজারার কবির চৌধুরী, স্পোর্টিং ফাউন্ডেশনের সিইও আরোজ মিয়া, স্পোর্টিং ফাউন্ডেশন ইউকের চেয়ারম্যান জাকির খান, বিজি ব্যাডমিন্টন ক্লাবের মোহাম্মদ সাদিক, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, ফিফটি এ্যাকটিভ ক্লাবের সদস্য ও ওয়ার্ল্ড ক্যারেম ফেডারেশনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী রিংকু, ক্লাবের সদস্য ও ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, মোহাম্মদ আজাদ, শ্যাডওয়েল এন্টারপ্রাইজের পরিচালক আশিক রহমান, জামাল আহমেদ খান, জাকির হোসেন ময়নুল, শামীম আহমেদ, দেলোয়ার হোসেন, ছালেহ আহমদ, অনলাইন নিউজ ইউকে বিডি টিভির মোহাম্মদ মোমেন।

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহনকারী সকল টিম, খেলোয়াড়, ম্যানেজার ও পৃষ্টপোষক সহ ৫০ এক্টিভ ক্লাব ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের সকল সম্মানিত সদস্য, আগত অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মোবারকবাদ, আপনাদের সম্মিলিত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহযোগিতায় অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে মানবতার কল্যাণে নেয়া এই মহৎ উদ্যোগ।

# আন্তর্জাতিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত

ইকরা বাংলা টিভি ও ইষ্ট লন্ডন মসজিদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২য় আন্তর্জাতিক কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত ২৩ নভেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত সেমি ফাইনালে ইউ কে', ইতালি, আমেরিকার থেকে ৩৫ জন প্রতিযোগি অংশ গ্রহণ করেন। সেমিফাইনাল অনুষ্ঠানে উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন ইকরা টিভির সিও হাফিজ ক্বারী শায়খ হোযাইফা।

বিচারক প্যানেলে ছিলেন বিশিষ্ট ক্বারী ও ইষ্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম হাফিজ ক্বারী শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক, আন্তর্জাতিক ক্বারী মুহাম্মদ জিয়াদ, মুফতী মুহাম্মদ মুহিদ।

প্রত্যেক প্রতিযোগি অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে অনুষ্ঠান কে প্রাণবন্ত করে তুলেন।

পরিশেষে বিচারক প্যানেল টপ টেন হিসেবে ফাইনালের জন্য দশ জন প্রতিযোগির নাম ঘোষণা করেন।

সাউতুল কুরআন প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফিনালে আগামী ১৫ ডিসেম্বর রবিবার বিকেল ৪ টায় পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত হবে।গ্রান্ড ফিনালে প্রোগ্রাম সফল করতে কমিউনিটি সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন সাউতুল কুরআন প্রতিযোগিতার সমন্বয়ক ইকরা টিভির উপস্থাপক মুফতী ছালেহ আহমদ ও উস্তাদ মাওলানা আব্দুল বাসিত।

# বিলাতের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ ফিরুজ এর মৃত্যুতে বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে স্মরণ সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মহান মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য ৭১ এর একশন কমিটির ওয়েলসের সেক্রেটারি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগ ও মৌলভীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কার্ডিফ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি "প্রয়াত মোহাম্মদ ফিরুজ এর ইসহালে সাওয়াব উপলক্ষে গত সোমবার ( ২৫ শে নভেম্বর) রাত ১১ টায় বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে স্মরণ সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, ট্রেজারার লিলু মিয়া, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সোয়ানসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মনা, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমেদ শিবুল, মরহুম এর ছেলে রাসেল ফিরুজ, প্রবীণ মুরব্বি আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, নিউপোট যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগ এর সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, নিউপোট যুবলীগের সভাপতি শাহ শাফি কাদির, ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি

রকিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এ বি রুনেল, সোয়ানসী যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রহমান, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম নিউপোট এর সভাপতি আব্দুর রুউফ তালুকদার, নিউপোট যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আনহার মিয়া, ওয়েলস তাতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহির আলী, ওয়েলস ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন, সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও প্রাক্তন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতেই মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ ও হাফিজ মিফতাউর রহমান। পরিশেষে সিন্নি ও বিতরন করা হয়েছে।

৬০ এর দশকে মৌলভীবাজারের চৌকষ ফুটবল খেলোয়াড় ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়া গ্রামের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ ফিরোজ প্রবাস জীবনে একাধিক সামাজিক, ও কমিউনিটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমৃত্যু মানুষের সেবা করে গেছেন বলে উল্লেখ করে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রাক্তন ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, মুক্তিযোদ্ধের বাংলাদেশের বর্তমানের ক্রান্তিকালে জনাব ফিরুজের মতো সাহসি নেতাদের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেসময় তিনি চলে গেলেন।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা এম এ মালিক উনার মৃত্যুতে ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি খুবই সজ্জন ও ভালো মানুষ ছিলেন। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি কমিউনিটির অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও সমাজসেবক ব্যক্তি ছিলেন বলে উল্লেখ করে সকল বক্তারা মহাণ আল্লাহু রাব্বুল আলামীন যেনো উনাকে জান্নাতবাসী করেন, এই দোয়া করার জন্য দেশে বিদেশের সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরুধ জানানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিলাতের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ ফিরুজ বৃটেনের কার্ডিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৭ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার ওয়েলসের লন্ডন সময় দুপুর ১২.৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শাস ত্যাগ করেছিলেন।) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে, নাতি নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় সজ্জন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

২১ শে অক্টোবর সোমবার মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়াস্থ নিজ বাড়িতে ২য় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

# মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর স্মরণ সভায় পাঠ্য পুস্তকে জীবনী লিপিবদ্ধ করার দাবী

বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার দাবী জানানো হয়েছে।

গত ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার মাওলানা ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে ব্রিটিশ বাংলাদেশী হিস্ট্রি এণ্ড হেরিটেজ কাউন্সিল আয়োজিত এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে এ দাবী জানানো হয়।

সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। মাওলানা ভাসানীর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন -সাবেক কাউন্সিলার ও ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, কমিউনিটি নেতা মোঃ নুরুল আমিন, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সচিব এম এ রব, রাইটস কনসারনের সভাপতি মোহাম্মদ শফিক খান, প্রবাসী অধিকার ও অভিবাসী পরিষদ ইউকের সভাপতি মাওলানা ফরিদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব নুর বক্স ও হাজী মোহাম্মদ হাবিব, নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল হাই, বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি বদরুজ্জামান বাবুল, জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসেসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, জকিগঞ্জ এসোসিয়েশনের সম্পাদক আবুল হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন - মাওলানা ভাসানীকে জাতি আজ ভুলতে বসেছে। পাঠ্য পুস্তক থেকে জীবনী বাদ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই বর্তমান সরকারকে ভাসানীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

সভা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ সালেহ আহমদ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ। সভা শেষে শিরনী বিতরন করা হয়।

# পেনশন ক্রেডিট নিয়ে প্রচারণাঃ যার প্রাপ্য, তারই পাওয়া উচিত

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় পেনশন ক্রেডিট সুবিধার প্রায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড এখনো দাবি করা হয়নি।

কাউন্সিলের তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, এই বারায় ৪,০০০ এরও বেশি পরিবার প্রতি বছর গড়ে ৩,৯০০ পাউন্ড মূল্যের পেমেন্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পেনশন ক্রেডিট পাওয়া গেলে আরও কিছু সহায়তা পাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত হয়, যার মধ্যে রয়েছেঃ

- শীতকালীন জ্বালানি পেমেন্ট, সর্বোচ্চ ৩০০ পাউন্ড (যদি শনিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর আগে আবেদন করেন)
- ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য বিনামূল্যে টিভি লাইসেন্স
- এনএইচএস ব্যয় সহায়তা যেমন প্রেসক্রিপশন, ডেন্টাল চিকিৎসা, চশমা এবং হাসপাতাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যাতায়াত খরচ

২৫ নভেম্বর সোমবার কাউন্সিল টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অ্যাডভাইস নেটওয়ার্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "পেনশন ক্রেডিট ঃ যার প্রাপ্য, তারই পাওয়া উচিত" প্রচারণা শুরু করেছে।

এই সুবিধা পাওয়ার জন্য বারার প্রবীণদেরকে সহায়তা করার জন্য কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বন্ধু, স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কারণে এই বিনামূল্যের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন না। আমরা চাই সবাই একসঙ্গে কাজ করে, তরুণ-প্রবীণ মিলে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুক।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ইয়াং মেয়র ফেতুমা হাসান বলেন, "আমি এই প্রচারণা সমর্থন করছি এবং অবশ্যই আমার দাদা-দাদির সাথে কথা বলে নিশ্চিত করব যে তারা তাদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা পাচ্ছেন। এটা খুব সহজ, মাত্র একটি ক্লিকেই প্রতি বছরে প্রায় ৪,০০০ পাউন্ড বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এটা আসলেই সোজাসাপ্টা ব্যাপার।"

৮০ বছর বয়সী এলিজাবেথ আদেবিসি অনলাইনে বেনিফিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নিজের প্রাপ্য সুবিধা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "অনেকেই হয়তো জানেন না তারা কী কী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। তবে এটি জানা খুবই জরুরি কারণ এখানে অনেক সহায়তা রয়েছে। আমি আনন্দিত যে কাউন্সিল এটি তুলে ধরছে। যদি ফর্ম পূরণ করতে না জানেন, পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধুর সাহায্য নিন।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "বছরে অতিরিক্ত ৩,৯০০ পাউন্ড বর্তমানে অর্থনৈতিক চাপে থাকা পরিবারের জন্য একটি বিশাল পার্থক্য আনতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবন বদলে দিতে পারে।"

মেয়র বলেন, "আমরা বন্ধু, পরিবার এবং প্রতিবেশীদেরও অনুরোধ করছি যেন তারা তাদের প্রিয়জনদের পেনশন ক্রেডিটের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করেন, যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত না হন।"

কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড কস্ট-অব লিভিং, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ যোগ করেছেনঃ "আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অ্যাডভাইস নেটওয়ার্কের সাথে কাজ করছি যেন যত বেশি সংখ্যক বাসিন্দাকে সাহায্য করা যায়। কেবল পেনশন ক্রেডিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আপনার প্রাপ্য যাচাই করুন।"

যেভাবে আবেদন করবেনঃ

পেনশন ক্রেডিট হেল্পলাইনে কল করুনঃ ০৮০০ ৯৯ ১২৩৪

অথবা অনলাইনে আবেদন করুনঃ https://www.gov.uk/pension-credit

আবেদনের জন্য আপনার প্রয়োজন হবেঃ

- জাতীয় বীমা নম্বর
- আপনার আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তথ্য
- যেই অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাঠাতে চান, তার বিস্তারিত তথ্য

আপনার যোগ্যতা যাচাই করতে পেনশন ক্রেডিট ক্যালকুলেটর ((https://www.gov.uk/pension-credit-calculator) ব্যবহার করুন।

যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে সহায়তা প্রয়োজন হয় অথবা কাউন্সিলের পরামর্শদাতার সঙ্গে কথা বলতে চান, কল করুন: ০২০ ৭৩৬৪ ৫০৪০।

অথবা ক্রিসপ স্ট্রিট আইডিয়া স্টোর, বো আইডিয়া স্টোর ও টাউন হল এ অবস্থিত রেসিডেন্টস্ হাবগুলোতে আসুন।

আমাদের রেসিডেন্টস্ সাপোর্ট আউটরিচ টিম ফেস-টু-ফেস সহায়তার জন্য প্রস্তুত।

# কারি কিং শামীমের রান্নার যাদুতে মুগ্ধ ব্রিটিশ এমপি

**স্টাফ রিপোর্টার:** ব্রিটেনের নর্থাম্পটন সাউথ আসনের ব্রিটিশ এমপি মাইক রিডার বলেছেন, রন্ধন শিল্প একটি আন্তর্জাতিক পেশা। ব্রিটেনে ও বিদেশে রন্ধনশীল্পের চাহিদা ব্যাপক। রেস্টুরেন্টের ব্যবসার মূল সাফল্য নির্ভর করে রান্নার স্বাদ ও খাবারের

পুষ্টিগত মানের ওপর, যা নিশ্চিত করেন একজন দক্ষ শেফ। তেমনি একজন দক্ষ সেলিব্রেটি শেফ হচ্ছেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

তিনি আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান কারি এওয়ার্ডে টপ শেপের পুরস্কার পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন ও সার্টিফিকেট দিতে এসে এ কথা বলেছেন।

কারি কিং খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ শামীম চৌধুরীর হাতের রান্না খেয়ে খুবই প্রসংসা করলেন নর্থাম্পটন সাউথ আসনের লেবার পার্টির এমপি মাইক রিডার। বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের গুণগত মান নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ব্রিটিশ এমপি মাইক রিডার।তিনি সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর লাইভ কুকিং দেখেন এবং তার হাতের খাবার, কোয়ালিটি ও হাইজিং মেইনটেইন দেখে মুগ্ধ হন।

একাধিক এওয়ার্ড বিজয়ী নর্থাম্পটনের ভুজন বিলাসীদের প্রিয় রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ একের পর এক সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে। এশিয়ান কারি এওয়ার্ডে ব্রিটেনের টপ শেফের এওয়ার্ড অর্জন করলেন আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

তাকে অভিনন্দন জানাতে শনি বার দুপুরে নর্থাম্পটন সাউথ আসনের এমপি মাইক রিডার এসেছিলেন আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে।

সেলিব্রেটি শেফ শামীম কে অভিনন্দন জানিয়ে তার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন মাইক রিডার এমপি।

মাইক রিডার এমপি আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে আসায় তাকে অভিনন্দন জানান রেস্টুরেন্টের মালিক সিরাজ ইসলাম।

এদিকে, কমিউনিটি বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে এক আনন্দ সভা অনুস্টিত হয়। এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সিরাজ ইসলাম, জুয়েল মিয়া, নুরুল ইসলাম, শহিদ আহমদ ও আশিক মিয়া।

মাইক রিডার এমপি আরামিনতাজে আসলে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান রেস্টুরেন্টের মালিক সিরাজ ইসলাম রুফা মিয়া ও হেড শেফ শামীম চৌধুরী, আসকির মিয়া, দারা মিয়া, সহিদ ইসলাম, আজাদ আহত ও জিলা মিয়া সহ আর অনেকেই।

# ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লি ফাংশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এর উদ্যোগে ব্রাডফোরডে সভা ও ক্যাম্পেইন কমিটির শাখা গঠিত

আজ ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ইংরেজী তারিখে ব্রাডফোরডের মানিংহাম এলাকার শাপলা কমিউনিটি হলে হাজী মোঃ সিরাজ মিয়ার সভাপতিত্বে ও বাবরুল হোসেন বাবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন কমিটির আহবায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

শুরুতেই কোরআন তেলওয়াত করেন মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম খাঁন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব এম এ রব, অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, কাউন্সিলার ইসমাইল উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী সালেহ, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, ভিপ ম্যানেজার লোকমান মিয়া, আশরাফ মিয়া, হেলাল আহমদ, জমির উদ্দিন, এন টিভির সাংবাদিক সরওয়ার হোসেন, মোঃ হুশিয়ার আলী, চ্যানেল এস এর প্রতিনিধি নূরে আলম রব্বানী, লুৎফুর রহমান ও তোফাজ্জল আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, মোঃ ফরিদ মিয়া, আব্দুল মতিন, হাফিজ ফারুক আহমদ, মোঃ হারুন মিয়া, আরশাদ আলী, সদিকুল ইসলাম, মোঃ মোকতাদির আলী, আব্দুল কাইয়ুম, লয়লু মিয়া, আনছার মিয়া, হুমায়ুর রহমান, সাইফুল আলম, সানাউল হক, আবির আহমদ, এফ রহমান শাহা, হাছিব আলী, জামাল আলী, আমিনুল ইসলাম, সমসুউদ্দিন, সাদ মিয়া, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ ইয়াছির প্রমূখ।

সভায় ক্যাম্পেইন কমিটি ফর ফুল্লি ফাংশনাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ব্রাডফোরড শাখা গঠন করা হয়।

সভায় হাজী মোহাম্মদ আলী সালেহ কে আহবায়ক, বাবরুল হোসেন বাবুলকে মেম্বার সেক্রেটারী ও সমসু মিয়াকে অর্থ সচিব করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে -অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরে বিদেশী ফ্লাইট চালু , হাই কমিশনের মাধ্যমে এন আইডি কার্ড প্রদান, পাওয়ার অব এটরনি প্রদানের বেলায় বৃটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ ও প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি রক্ষার আহ্বান জানানো হয়।

# বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২৫ নভেম্বর সোমবার শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দাওয়াতী কার্যক্রমে অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হোসাইন আহমদ, প্রমুখ।

গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রমে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তি মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ ও মনসুর আহমদ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে সদস্য ফরম পূরণ করে সংগঠনে যোগদান করেন।

নেতৃবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রি তাদের হাতে তুলে দিয়ে যোগদান কারিদের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে স্বাগত জানান।

||||| বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন |||||||

# Tower Hamlets Carers organisation Ltd

Sense for Caring, Sense for Community

Company Reg No 14364179

**AKM Helal**
Chief Advisor

**Md Nurun Nabi**
Advisor

**Golam Abbas**
Advisor

**Mohammad Shahjahan Ali Khan** (Advisor)

**Mumin**
Advisor

**Wahida Begum**
Advisor

## Excutive Committee -2024-2026

**Abdul Mannan**
President

**Md Amir Uddin**
Secretary

**Abdur Rouf**
Treasurer

## UNITED VOICE FOR CARERS

**Habibur Rahman Bablu**
Senior Vice President

**Abdur Rouf**
Senior Vice President

**Bushra Akter**
Senior Vice President

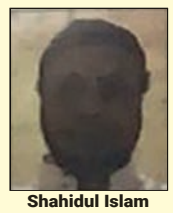

**Shahidul Islam**
Vice President

**Hafizur Rahman Sumon**
Vice President

**Luthfur Rahman**
Vice President

**Abul kalam**
Vice President

**Amina Begum**
Vice President

**Abu Taher**
Vice President

**TH Kamaly**
Vice President

**Delwar Hussain**
Vice President

**Muhammed Husainuzzaman**
Assistant Secretary

**Md Mukthadizzaman**
Assistant Secretary

**Priyanka Akther Lucky**
Assistant Secretary

**Ansar Ahmed**
Assistant Secretary

**Shafia Begum**
Assistant Secretary

**Abdullah MD Taher**
Assistant Secretary

**MD Belal Ahmed**
Assistant Treasurer

**ABM Kawsar**
Assistant Treasurer

**Nasima Begum**
Assistant Treasurer

**Belal Ahmed**
Assistant Treasurer

**Ashraf Hussain**
Organising Secretary

**Aqib Chowdhury**
Assistant Organiser

**Sabiha Khanom**
Assistant Organiser

**Md Bodrul Islam**
Assistant Organiser

**Surab Hussain**
Office Secretary

**Zahidul Haque**
Assistant Office Secretary

**Md. Sayeedul Islam**
Assistant Office Secretary

**Janen Ansum**
Law Secretary

**Humayun Kabir**
Assistant Law Secretary

**Mabel**
Assistant Law Secretary

**Idris**
Health & Research Secretary

**Faruk Ahmed**
Assistant Health & Research Secretary

**Kazi Toufiq Alahi Tareq**
Media & Publication Secretary

**Nahim Miah**
Assistant Media & Publication Secretary

**Kazi Mohi Uddin**
IT Secretary

**Abdul Haqim**
Assistant IT Secretary

**Saifur Rahman**
Charity & Fundrising Secretary

**Md Mahbub Hasan**
Assistant Charity & Fundrising Secretary

**Dulal Ahmod**
Social & Welfare Secretary

**Kawsar Ahmed**
Assistant Social & Welfare Secretary

**Jenny Willams**
Religion Secretary

**Mahfuz Ahmed**
Assistant Religion Secretary

**Jame Akhter**
Assistant Religion Secretary

**Nijamul Haque**
Cultural Secretary

**Shah Ali**
Assistant Cultural Secretary

**Md. Suhel Ahmed**
Education & Training Secretary

**Abdul Mumith**
Assistant Education & Training Secretary

**Abdul Hasim**
Assistant Education & Training Secretary

**Abu Bakar Sujed**
Sports Secretary

**Akhter hussain**
Assistant Sports Secretary

**Md. Shohid**
Communication Secretary

**Ali Ahmed**
Asst.Communication Secretary

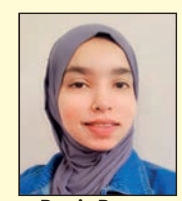

**Parvin Begum**
Asst.Communication Secretary

# ৫৩ বছরেও স্বীকৃতি পায়নি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল জকিগঞ্জ

গত ২১ নভেম্বর ২০২৪ ইংরেজি তারিখে ইস্ট লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে জকিগঞ্জ মুক্তা অঞ্চল দিবস ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহাদত হোসেন চৌধুরী, সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রেজারার মাওলানা কাজী এমদাদুল হক, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, সলিসিটার মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, জয়নাল আবদীন,

বক্তারা বলেন - বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক গৌরবময় এই দিন স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও দেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে জকিগঞ্জের স্বীকৃতি মিলেনি। জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি জকিগঞ্জকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। জানা যায় যে ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর, ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সাহসী অভিযান শুরু করেন। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা ৩টি দলের সমন্বয়ে জকিগঞ্জে এক ঝাঁঝালো আক্রমণ শুরু করেন, যার ফলস্বরূপ ২১ নভেম্বর সকালে জকিগঞ্জ মুক্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকে ২১ নভেম্বরকে 'জকিগঞ্জ মুক্ত দিবস' হিসেবে স্থানীয়ভাবে উদযাপন করা হয়।

এতবছর পরেও, জকিগঞ্জকে দেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বক্তারা আরো বলেন এই অঞ্চলের মুক্তাঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তি শুধু ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নয়, বরং এটি একটি এলাকাকে সম্মানিত করা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার করা।

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও, দেশের এই প্রথম মুক্তাঞ্চলের গুরুত্ব না দেওয়াই বক্তারা হুতাশা প্রকাশ করেন তাই অনার্স বিলম্বে জকিগঞ্জকে প্রথম মুক্তাঞ্চল ঘোষণা দিয়ে পাঠ্য পুস্তকের সন্ধিবিষ্ট করার জন্য চোর দাবি জানান।

# টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষেয়ে ট্রেনিং দিলো ইষ্টহ্যান্ডস ও ওয়ান্ডার

স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং এর জন্য গতিশীলতা বৃদ্ধি কার্যকারিতা নিয়ে এক ওয়ার্কশপ ২৩শে নভেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের পপলারে এবার ফিল্ডি নেইবারহুড সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। নিউরোডিজেনারেটিভ এবং বয়স্কদের জন্য কাজ করা সংস্থা রিহ্যাবিলিটেশন (ওয়ান্ডার) লিমিটেড - টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের সহযোগীতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক চ্যারেটি সংস্থ্যা ইষ্টহ্যান্ডস। ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে ছিলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

ওয়ার্কশপ শুরুতে ওয়ান্ডারের ভলান্টিয়ার ডিরেক্টর মোঃ জামিল ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় শুরুতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট হ্যান্ডসের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু। ওয়ার্কশপের প্যানেলিস্ট মোহাম্মদ এন উদ্দিন এইচসিপিসি, এমসিএসপি ক্রনিক নিউরো মাস্কুলোস্কেলিটাল এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ওয়ান্ডার ডিরেক্টর মুহাম্মদ আর করিম পলাশ এইচসিপিসি, এমসিএসপি, এনএইচএস ভঙ্গুরতা এড়ানো এবং পতন প্রতিরোধ করানিয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি ব্যায়াম, ফিটনেস এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলেন।

সর্বোচ্চ এবং স্বাধীনতা বজায় রাখা বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন মুহাম্মদ আর করিম পলাশ, মোহাম্মদ এন উদ্দিন ও মো জহিরুল হক। ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী প্রফেসর-ইউসিএল-কুইন স্কয়ার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি, ওয়ান্ডারের উপদেষ্টা শাহ জালাল সরকার।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট তুলে দেন অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারাটির সিইও সাংবাদিক আ স ম মাসুম। ওয়ান্ডার, ইস্টহ্যান্ড এবং টাওয়ার হ্যামলেটস এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের এই যৌথ উদ্যোগকে সময় উপযোগী এবং সুস্থ শরীর মন এবং উদ্দিপনা যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন অংশগ্রহণকারীরা। এতে কেয়ারার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান সেক্রেটারী লিটন আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শাহান চৌধুরী, জগলু খাঁন, রেদওয়ান আহমদ। ইষ্টহ্যান্ডের চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, ইষ্ট হ্যান্ডস এ ধরনের ওয়ার্কশপ এবং কেয়ার ওয়ার্কারদের সেবার মান বাড়ানো তাদের নিজেদের শরীর গঠণের বিষয় এবং সার্ভিস প্রভাইডারদের আরও যত্নশীল হওয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

## বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী, 07904278050

# মহান বিজয় দিবসের দৃঢ় প্রত্যয়ে হৃদয়ে ৭১-এর বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত

বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষন করে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের সূর্য-শপথ নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো হৃদয়ে ৭১ (71@HEART)-এর এক পরামর্শ সভা। গত সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকালে পূর্বলন্ডনের একটি কমিউনিটি হলে বিলাতের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পেশজীবি, মুক্তিযোদ্ধা তথা সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিয়ে গঠিত "হৃদয়ে ৭১"-এর আয়োজনে এই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শুরুতেই বিশিষ্ট কমিনিটি নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান উপস্তিত সবাইকে স্বাগত জানান এবং হৃদয়ে ৭১-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নাতিদীর্ঘ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। দেওয়ান গৌস সুলতান বলেন,“ ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তদান ও তিন লক্ষাধিক বীরাঙ্গনার ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ মহা সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে। একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়াই আমাদের স্বপ্ন। আমাদের লাল সবুজের এ পতাকা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমরা কোনভাবে এসব গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য ম্লান হতে দিতে পারিনা। আমাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার - বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষন ও ধারন করে আমরা অগ্রসর হতে চাই।"

বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতানের সঞ্চালনায় সভায় বিভিন্ন শ্রেনী পেশার গুনিজন বিভিন্ন সুপরামর্শ ও গঠনমূলক বক্তব্য দিয়ে প্রবাসীদের এই প্ল্যাটফর্মটিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন ডক্টর রোয়াব উদ্দীন, ডক্টর আজিজুল আম্বিয়া, রাবেয়া জামান জোস্না, অ্যাডভোকেট মুজিবুর হক মনি, মুর্শিদ উদ্দীন আহমদ, কাউন্সিলার শাম ইসলাম, কাউন্সিলার শেরওয়ান চৌধুরী, আবু হোসেন, ধনন্জয় পাল, আবদুর রাজ্জাক মোল্লা, নজরুল ইসলাম ওকিব, শাহাব আহমদ বাচ্চু, হারাধন ভৌমিক, আলীমুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইনামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান , শাহাদাত আলী সুমিম, লিপি ফেরদৌসী, জলিল চৌধুরী, মনিরুজ্জামান, মিফাতুল নুর, লিপি হালদার, শামসুর সুমেল, শাহ ফারুক আহমদ প্রমুখ ।

**সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:**

১। (আগামী) বিজয়ের মাসের প্রথম দিন ১ ডিসেম্বর থেকে ৭১@HEART নামে একটি ফেইসবুক ( Face book) গ্রূপ খোলা হবে। জনপ্রিয় এই যোগাযোগ মাধ্যমে সকলকে গঠনমূলক লিখা দেবার ও সে সব লেখা শেয়ার করার অনুরোধ জানান হয়। এ গ্রুপে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস স্মৃতিমূলক লিখা বাংলা বা ইংরেজিতে লিখতে পারেন।

২। আগামী ১৬ ডিসেম্বর হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখল মুক্তির একটি শ্রেষ্ঠদিন - আমাদের মহান বিজয় দিবস। এ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘঠিকার সময় পূর্ব লন্ডনের ( আলতাব আলী পার্ক ) শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমাবেশ, সঙ্গীত পরিবেশন ও মোমবাতি প্রজ্বলন করা হবে।

৩। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দূর্যোগ, অব্যবস্থা, আইন-শৃংখলার অবনতি এবং অসাংবিধানিক অবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও বিভিন্ন দলের এমপিকে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান সমুহকে অবহিত করা এবং বর্তমান অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৪। সভায় আরোও কিছু পরামর্শ আসে যেসব অদুর ভবিষ্যতে আরো বড় কার্যক্রম গ্রহণ করে বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়।

৫। আমাদের হোয়াটসআ্যাপ গ্রুপ (71@HEART)-এ সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে।

পরিশেষে বিশেষকরে এই খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক সুধিজনের উপস্থিতির জন্য সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

# গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারন সভা গত ২৫শে নভেম্বর পূর্ব লন্ডনের মুসলিম সেন্টারে অনুষ্টিত হয়। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সলিসিটার কাওসার হোসেন কুরেশির সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মুহিবুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য জাকারিয়া ইসলাম।

সভায় বিগত সেশনের বিভিন্ন প্রজেক্টের রিপোর্ট পেশ করেন ট্রাস্টের ট্রেজারার মু. আব্দুল আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন টাওয়ার হেমলেট্স কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা ইসহাক আল মাদানী, ট্রাস্টের উপদেষ্টা আব্দুল মুমিন জাহেদী ক্যারল, কাউন্সিলর হারুন মিয়া।

সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ও বদরুজ্জামান বাবুল। সহ সভাপতি রাজু মোহাম্মদ শিবলী, আব্দুল মতিন ফারুক ও আকলাকুল আম্বিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদকঃ রায়হান উদ্দিন, নজরুল ইসলাম বাবুল, আমিরুল মুমিন আলমগীর, আব্দুল আলীম মিলাদ, মোঃ জাকারিয়া, মুজিবুর রহমান (মেহেরপুর), আমিনুল ইসলাম মাহমুদ, সাহান বিন নিজাম, আবু সায়েম মঞ্জুর, শুহেল আহমেদ বদরুল, শুয়েব আহমেদ, হাবিবুর রহমান, খায়রুল আমিন, সাহজাহান আহমেদ, কাওসার আহমেদ, আবদুস সালাম, আলী আহমেদ, খাইরুল ইসলাম, জাবেদুর রহমান প্রমূখ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

# তাহিরপুরের মাটিয়ান হাওর পরিদর্শন করলেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা

**সিলেট অফিস :** পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, হাওরের বোরো ধান রক্ষায় ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণে কেউ অনিয়ম করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ে বাঁধের কাজ শেষ হবে।

তিনি মঙ্গলবার সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার মাটিয়ান হাওর পরিদর্শনকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

'হাওরে যেভাবে পলিথিন দেখলাম, এসব বিষয়ে আমরা একটি পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছি। হাওরের পরিবেশ-প্রকৃতি কীভাবে ঠিক থাকবে, তা নিয়ে আমরা একটি পরিকল্পনা করছি'- উল্লেখ করে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, সে সঙ্গে ফসল রক্ষা বাঁধের বরাদ্দের নামে অহেতুক কোন প্রকল্প নেওয়া হবে না, যা পরিবেশের ক্ষতি করে। এক কথায় পরিবেশ রক্ষা করেই বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

পাশাপাশি টাঙ্গুয়ার হাওরে টুরিজম কার্যক্রম চলবে, তবে তা নিয়ন্ত্রিত এবং পর্যাপ্ত নজরদারির মধ্যে থাকবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আরো বলেন, হাওরাঞ্চলের লাখো লাখো মানুষ বোরো ফসলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে বড় ধরনের বন্যা আসার আগে কৃষকরা সোনালি ধান ঘরে তুলতে পারে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সচিব নাজমুল আহসান, জেলা প্রশাসক ড. মো. ইলিয়াছ মিয়া, পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন খান এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে তিনি টাঙ্গুয়ার হাওরের বাঁধসহ বিভিন্ন হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ পরিদর্শন করেন।

এ বছর ১৩৪ হাওরের বোরো ধান রক্ষায় ১৭০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছে সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

# সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগের দাবীতে সমাবেশ

**সিলেট অফিস :** সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা তথা বৃহত্তর জৈন্তিয়ার ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগ, সকল পাথর, বালু কোয়ারী খুলে দেয়াসহ বৈষম্যের শিকার ১৭ পরগনা খ্যাত বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীর ১০ দফা ন্যায্য দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে বৃহত্তর জৈন্তিয়া উন্নয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ এর নিকট স্মারকলিপিটি হস্তান্তর করেন বৃহত্তর জৈন্তিয়া উন্নয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মুখে এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমাদের দাবী ন্যায্য দাবী। এটি আমাদের অধিকার। তারা বলেন বৃহত্তর জৈন্তিয়া তথা জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জৈন্তিয়াবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অরাজনৈতিক সংগঠন বৃহত্তর জৈন্তিয়া উন্নয়ন পরিষদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সভায় বক্তারা বলেন, সিকি শতাব্দী পূর্বে গ্যাস আবিষ্কৃত হলেও জৈন্তিয়ার ঘরে ঘরে এখনো গ্যাস সরবরাহ ও সংযোগ হয়নি। বৃহত্তর জৈন্তিয়ার সাধারণ জনগণ নানাবিধ বৈষম্যের শিকার। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে সিন্ডিকেটের কারণে পাথর কোয়ারী এখনো বন্ধ আছে। শ্রমিকরা কষ্টে দিনাতিপাত করছে। অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সড়কগুলোর অবস্থা ভালো নয়। সভায় বক্তারা বলেন, বৃহত্তর জৈন্তিয়ার ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগ, বন্ধ পাথর কোয়ারী খোলা, এতদঅঞ্চলকে পর্যটন এলাকা ঘোষণা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার সহ ন্যায্য দাবী না মানলে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, বৃহত্তর জৈন্তিয়া উন্নয়ন পরিষদের আহবায়ক এডভোকেট মো: আব্দুল আহাদ, সদস্য সচিব মোহাম্মদ গোলজার আহমদ, যুগ্ম আহবায়ক এম এ হান্নান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ রহিম, যুগ্ম আহবায়ক ডা: মোস্তাজিম আলী, ফয়েজ আহমদ, এডভোকেট এখলাসুর রহমান, এডভোকেট মাহবুব আহমদ চৌধুরী, প্রভাষক আসাদুল আলম চৌধুরী, হাফিজ নিজাম উদ্দিন, সিলেট জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা এহসান উদ্দিন, ব্যবসায়ী ইসমাইল আলী আশিক প্রমুখ।

# ভুয়া মামলাকারীদের ধরিয়ে দিন : সিলেটে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সিলেট অফিস : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ইসকন ইস্যুতে দেশি বিদেশী ইন্ধন থাকতে পারে। দেশের দু-একটি দল রয়েছে যাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে তারও থাকতে পারে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলেট সার্কিট হাউজ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এবস কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। আমরা কোনোভাবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে কঠোর হতে চাই না।

উপদেষ্টা আরো বলেন, আগস্টে লুট হওয়া সব অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। সেসব অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সরকারের কাজ করছে। কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম প্রথমে ঢাকায় বেগবান করা হবে। পরে পুরো দেশে পর্যায়ক্রমে করা হবে। সারা দেশে প্রচুর ভুয়া মামলা হয়েছে। এসব মামলায় যারা নিরীহ কেউ হয়রানি না হন সে জন্য আমরা একটি কমিটি করে দিবো। যারা ভুয়া মামলা করেন তাদের ধরিয়ে দিন।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগস্টের পর থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে। আরো হবে। সেজন্য সবার সহযোগিতা চান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

# রাষ্ট্রের যেসব বিষয়ে বড়সড় পরিবর্তনের কথা ভাবছে সংস্কার কমিশন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বেশ কিছু নতুন প্রস্তাব নিয়ে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত বেশ কয়েকটি 'সংস্কার কমিশন'। এর মধ্যে সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন ও পুলিশ সংস্কারে বড়সড় পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে কমিশনগুলো। রাষ্ট্র সংস্কারে এখন পর্যন্ত মোট দশটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সংবিধান ও নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়গুলো।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশন কাজ শুরুর পর পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, আনুপাতিক হারে ভোটের বিধান, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানোসহ সংবিধানে বড়সহ বেশ কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ এসেছে বলে তারা জানিয়েছে।

বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা বন্ধে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন পরিবর্তন, স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ, প্রবাসীদের ভোট দেয়ার বিধান চালু, ইভিএম বাতিলসহ বেশ কিছু আইনে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন সংস্কার কমিশন। কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, "আমরা যে সব বিষয় সংস্কারের কাজ শুরু করেছি সেটি বাস্তবায়ন করা গেলে আগামীতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব"।

যদিও এরই মধ্যে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিদ্যমান যে সংবিধান আছে তার ভিত্তিতেই সংস্কার কাজ চূড়ান্ত করছে সরকারের বিভিন্ন কমিশনগুলো। সংস্কার কমিশন সংবিধান পুনর্লিখনে হাত দেয় তাহলে এসব প্রস্তাবনার অনেক কিছুই সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে এমন শঙ্কাও দেখা যাচ্ছে। তাই কমিশনগুলোর সাথে আলাদাভাবেও বৈঠক করছে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, "আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমাদের প্রস্তাবনাগুলোয় সামঞ্জস্য থাকে।

পরস্পরবিরোধী না হয়। সেই বিবেচনায় থেকে সেই কাজ করবো"। তবে শেষ পর্যন্ত এসব প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক দলগুলোর সায় না মিললে এই উদ্যোগ কতখানি সফল হবে সেটি নিয়েও প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে। কেননা জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সংস্কার কমিশনগুলো সুপারিশমালা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে সরকার। পরে সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।

এই সব সংস্কার কমিশনের কাজ শুধুমাত্র প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদান করা।

কী পরিবর্তন আসতে পারে সংবিধানে?

গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান সংস্কারের সবচেয়ে বড় দাবি উঠেছে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। এর বাইরেও নাগরিক সমাজ, দেশের সাধারণ নাগরিক কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোও বিভিন্ন সভা সমাবেশে নানা ধরনের প্রস্তাবনা তুলে ধরছেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে অংশীজনসহ অনেকের সাথে বৈঠক করেছে। সংস্কার কমিশনের সাথে বৈঠকে বসে কেউ কেউ বলেছেন বর্তমানে বাংলাদেশের যে সংবিধান রয়েছে সেটি যে কোন সরকারকে স্বৈরাচারী করে তুলতে পারে। যে কারণে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে নানা সংস্কার প্রস্তাবও এসেছে।

সংস্কার কমিশন এর মধ্যে যেসব পরামর্শ পেয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু, সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা চালু, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু। প্রধানমন্ত্রীর

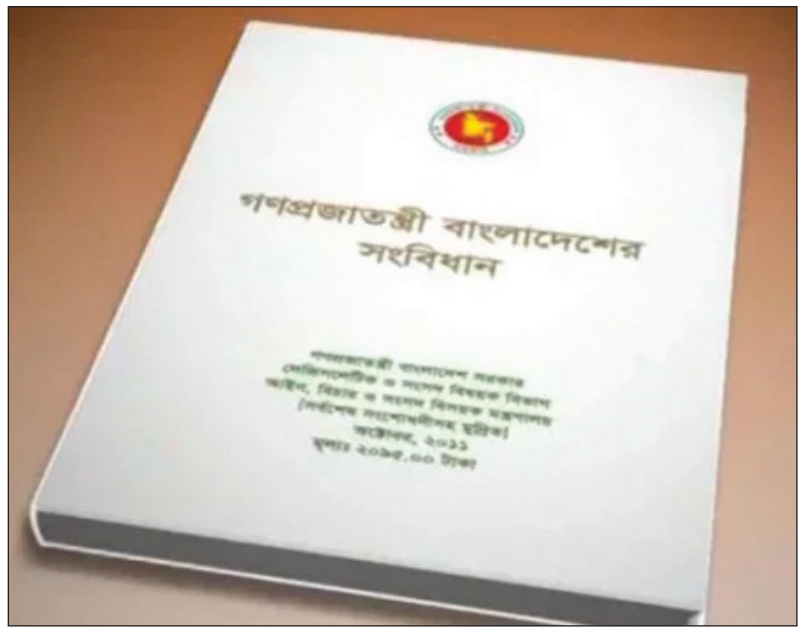


নির্বাহী ক্ষমতা কমানোসহ একজন ব্যক্তিকে দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না রাখার বিষয়টি সংবিধানে যুক্ত করতেও পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। ২০১১ সালে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে করা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়েও নানা বিতর্ক হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে ওই সংশোধনী বাতিলের পরামর্শও দিয়েছে অংশীজনদের কেউ কেউ। সংসদেসংরক্ষিত নারী আসন বাড়ানো কমানো নিয়ে দুই ধরনের পরামর্শই এসেছে কারো কারো কাছ থেকে।

কমিশন প্রধান অধ্যাপক রীয়াজ বলেন, "আমরা আপাতত সাতটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এখানে কী হবে সেটা আমরা চূড়ান্ত করতে পারবো। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় হবে সেটি আমরা এখনই বলতে পারবো না"।

**টেকসই নির্বাচন ব্যবস্থার পথ খোঁজা হচ্ছে**

২০০৮ সালের ডিসেম্বরের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। এরপর তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া তিনটি জাতীয় নির্বাচন ও বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে দেশে নির্বাচন নিয়ে এমন অনাস্থা-সংকট ও স্বৈরাচারী প্রথা গড়ে উঠেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। যে কারণে গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করতে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ খুঁজছে কমিশন।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. আব্দুল আলীম বলেন, "বলা হয়ে থাকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভোটের সময় সরকার যদি ইসির কথা না শোনে তাহলে এ নিয়ে কিছু বলা নেই সংবিধান কিংবা আইনে"। এই সংস্কার কমিশন জানাচ্ছে প্রস্তাবে তারা নির্বাচনে ইভিএম পদ্ধতি বাতিল, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করা, সীমানা নির্ধারণ আইনে পরিবর্তনের প্রস্তাব করার বিষয়েও একমত হয়েছে।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে যে সব নির্বাচন কমিশন গঠন হয়েছে তা নিয়ে ছিল নানা প্রশ্ন। যে কারণে সংস্কার কমিশন আইনের ধারায় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে কমিশন গঠনে সরকার কোন প্রভাব রাখতে পারবে না।

নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার জানান, নির্বাচনে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত, রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নির্বাচনী অপরাধ বন্ধে আইনে সংস্কারের মতো বিষয়গুলোতেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনকে কিভাবে স্বাধীন করা যায় কিংবা জনগণের কাছে ইসির দায়বদ্ধতা নিয়েও আমরা আলোচনা করছি"। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে মতামত নিতে এরই মধ্যে ২২টি রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্কার কমিশন।

তিনি আরো বলেন, "সবার মতামতের ভিত্তিতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমরা আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তাবনা সরকারের কাছে পাঠাবো"।

**আলোচনায় পুলিশ সংস্কার**

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে পুলিশের নানা কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিষয়টিকে সামনে রেখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের পুলিশি কাঠামো ঢেলে সাজানোর কথা বলছে।

এই কমিশন পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়েব সাইটে জনমত জরিপও করেছে। তবে তাতে কেমন সাড়া মিলছে তা জানা যায়নি।

সেখানে আইনি কাঠামো সংস্কার, পুলিশের জবাবদিহিতা, পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি, জনকল্যাণমূলক কাজে পুলিশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পুলিশের অপকর্ম রোধে নানা প্রস্তাবনাও এসেছে। সোমবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক শেষে পুলিশ সংস্কার কমিশন জানিয়েছে বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনে রাজনৈতিক পরিচয় দেখার কারণে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়।

যে কারণে আগামীতে সরকারির চাকরির ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশনে রাজনৈতিক পরিচয় না দেখার সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সরফ রাজ হোসেন।

সরফ রাজ হোসেন বলেন, "আমরা এ জিনিসগুলো বাদ দিতে সুপারিশ করবো। এক নম্বর ডকুমেন্ট হলো ন্যাশনাল আইডি কার্ড। এটার পিছনে আইন আছে। এটা নেয়ার সময় সবকিছু তদন্ত করা হয়"। হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে পুলিশ গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নিতে পারবে সংস্কার প্রস্তাবে এমন সুপারিশও করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কমিশন প্রধান।

এই সংস্কার কমিশন বলছে, বর্তমানে পুলিশ চলছে প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো আইন দিয়ে। যে কারণ পুলিশি কাঠামো ও এ নিয়ে নানা সংকট থেকে গেছে বছরের পর বছর। যে কারণে পুলিশ সংস্কারে নানা প্রস্তাবনার পাশাপাশি পুলিশ আইন সংস্কারেরও সুপারিশ দেবে কমিশন।

**জনপ্রশাসনে কী পরিবর্তন আসতে পারে?**

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে সরকারি চাকরিজীবীদের আচরণ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্নও উঠেছে। আবার অনেক সময় সরকারি আমলাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি কিংবা পক্ষপাতিত্ব নিয়ে নানা অভিযোগ উঠলেও সেগুলো বন্ধে কঠোর কোন উদ্যোগও নেয়া হয় নি। এমনকি গণঅভ্যুত্থানের পর গত তিন মাসেও মৌলিক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি জনপ্রশাসনে।

গত অক্টোবরে সাবেক আমলা আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে প্রধান করে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এই কমিশন এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। ওয়েবসাইটে নাগরিকদের কাছে প্রশ্ন দিয়ে জনপ্রশাসনের কি কি জায়গায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন সে বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করছে।

এর বাইরেও বিভিন্ন অংশীজন, জনপ্রশাসনের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠক করেছে এই কমিশন।

এক্ষেত্রে অনেকে জনপ্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধে উদ্যোগ নেয়া, সরকারি চাকরিতে নিয়োগে স্বচ্ছতা, প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণে উদ্যোগ, বদলি কিংবা পদায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মানার মতো বিষয়গুলোও উঠে এসেছে।

ঢাকার বাইরেও দেশের বিভিন্ন বিভাগেও এরই মধ্যে সভা করছে কমিশনের সদস্যরা।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, "প্রশাসনে কাঠামোগত জায়গা থেকে একটি এবং জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলতে আরেকটি। এই দুইটি সংস্কার সবচেয়ে বেশি জরুরি। কমিশন সব মতামতকে আমলে নিয়ে কাজ করছে"।

কমিশন সদস্যরা বলছেন, রাজনীতিবিদদের অনেক সময় সরকারি কর্মকর্তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার এক ধরনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। সেটি বন্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা নিয়েও ভাবছে সংস্কার কমিশন।

কমিশন সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, "গত ১৬ বছরে মনস্তাত্ত্বিক জায়গায় একটি বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক জায়গা ঠিক করার জন্য সংস্কার লাগবে। তা না হলে যত সংস্কারই করা হোক না কেন তা স্থায়ী হবে না"।

## খালেদা জিয়াকে ওমরাহ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন সৌদি রাষ্ট্রদূত

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে ওমরাহ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আল দুহাইলান। সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবনে (ফিরোজা) তার সঙ্গে সাক্ষাতে সৌদি রাষ্ট্রদূত তাকে এ আমন্ত্রণ জানান বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। প্রায় একঘন্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

পরে সাংবাদিকদের জাহিদ হোসেন বলেন, রাষ্ট্রদূত ম্যাডামের শারীরিক বিষয়ক, উনার শারীরিক সুস্থতা এবং চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কবে নাগাদ যাবেন, সেটাও। আর চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সময় কিংবা আসার সময় ওমরাহ করার জন্য উনাকে (খালেদা জিয়া) আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, উনি (রাষ্ট্রদূত) ম্যাডামের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়েছেন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। সৌদি যুবরাজের পক্ষে থেকে উনাকে (খালেদা জিয়া) শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ম্যাডামও সালাম ও শুভেচ্ছা পৌঁছে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী।

## কমিশনে জামায়াতের ২২ দফা প্রস্তাব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় আসনভিত্তিক নির্বাচনের পরিবর্তে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চায়। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাব দিয়েছে দলটি।

এ ছাড়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল; দুবারের বেশি কোনো ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না রাখা এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ও দলীয় প্রতীক ব্যবহার পদ্ধতি বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছে জামায়াত।

সোমবার জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত সংস্কার প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন-ইসি সংস্কার কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়। লিখিত প্রস্তাবনায় ২২টি বিষয় উল্লেখ করেছে দলটি।

জামায়াতের প্রস্তাবনায় বলা হয়- নির্বাচনের অংশীজন হিসেবে অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তারা দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়।

জামায়াতের ২২ দফা সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে- নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল করা। ইভিএম পদ্ধতি বাতিল করা। ভোটার তালিকা হতে মৃত ও ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে গ্রহণযোগ্য, নির্ভুল ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা তৈরি করা। জাতীয় সংসদে অধিকতর দল ও মতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (চৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হধষ জবঢ়ৎবংবহঃধঃরড়হ) পদ্ধতি চালু করা। দুই বারের বেশি কোনো ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না রাখা। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ও দলীয় প্রতীক ব্যবহারের পদ্ধতি বাতিল করা। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি তার চাকরি বা পদ হতে অব্যাহতি বা দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না রাখা। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন বাতিল করা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অন্য কোনো নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের

চাহিদা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনাবাহিনী মোতায়েনের সুযোগ রাখা (এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সেনা মোতায়েনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শগ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা যাবে না)। নির্বাচনে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীকে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত সেনাসদস্যদেরকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা বা জনবলকে প্রাধান্য দেওয়া। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ৮৯ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারা মোতাবেক নির্বাচনি অপরাধ বিচারের নিমিত্তে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর সদস্যদের সহায়তা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা।

বাংলা পোস্ট

**Bangla Post**
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
**Tel: News - 0203 674 7112**
**Sales - 0203 633 2545**
Email: info@banglapost.co.uk
**Web: www.banglapost.co.uk**

**Honorary Chairman**
Sheikh Md. Mofizur Rahman
**Founder & Managing Director**
Taz Choudhury
**Marketing Director**
Sayantan Das Adhikari

**Board of Director**
Kamruz Zaman Shuheb

**Advisers**
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

**Editor in Chief**
Taz Choudhury
**Editor**
Barrister Tareq Chowdhury
**News Editor**
Hasan Muhammad Mahadi
**Head of Production**
Shaleh Ahmed
**Sub Editor**
Md Joynal Abedin
**Marketing Manager**
Mahfuzur Choudhury

**Sylhet Bureau Chief**
Hasanul Hoque Uzzal
**Birmingham Correspondent**
Atikur Rahman

**Sylhet Office**
Abdul Aziz Zafran
**Dhaka Office**
Md Zakir Hossen

# শিশুশ্রম বন্ধ হোক

২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৬০ মিলিয়ন শিশু শিশুশ্রমের শিকার । বিশ্বব্যাপী ১০ জনের মধ্যে এটি প্রায় ১ জন শিশুর জন্য দায়ী। তাদের প্রায় অর্ধেকই বিপজ্জনক কাজে জড়িত যা সরাসরি তাদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নকে বিপন্ন করে।

শিশুরা বিভিন্ন কারণে কাজে নিয়োজিত হতে পারে। প্রায়শই, শিশুশ্রম ঘটে যখন পরিবারগুলি আর্থিক চ্যালেঞ্জ বা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয় - দারিদ্র্যের কারণে, একজন পরিচর্যাকারীর আকস্মিক অসুস্থতার কারণে, বা প্রাথমিক বেতন উপার্জনকারীর চাকরি হারানোর কারণে।

এর পরিণতি হতবাক। শিশুশ্রমের ফলে চরম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এটি দাসত্ব এবং যৌন বা অর্থনৈতিক শোষণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এটি শিশুদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার সীমিত করে স্কুলে পড়া এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বিরত রাখে।

শৈশব মানে আনন্দ, স্বপ্ন আর সম্ভাবনার দিগন্ত। কিন্তু সেই শৈশব যখন ভেঙে যায় ইটভাটা, কারখানা কিংবা ক্ষতিকর পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বোঝায়, তখন এটি একটি জাতির জন্য শুধু লজ্জা নয়, ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে শিশুশ্রম একটি গভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক অসচেতনতার চক্রে আটকা পড়া শিশুরা তাদের শৈশব হারিয়ে ফেলে। জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি শিশুদের সুরক্ষা হলেও তাদের অধিকারের প্রতি এই চরম অবহেলা আজ বড় প্রশ্ন তোলে। বাংলাদেশে লাখ লাখ শিশু তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটাচ্ছে কঠিন শ্রমে। গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে নির্মাণশিল্প, ইটভাটা, কৃষি কিংবা কারখানায় শিশুশ্রমিকের উপস্থিতি ক্রমে বেড়েই চলেছে। অভিভাবকদের দারিদ্র্য, শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শিশুদের শ্রমে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রম বন্ধে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী, ১৪ বছরের নিচে শিশুদের কাজ করা নিষিদ্ধ। তবে এসব আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতা, পর্যাপ্ত তদারকির অভাব এবং সামাজিক সচেতনতার ঘাটতি আইনগুলোর কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করছে। অনেক সময় শিশুশ্রমের শিকার পরিবারগুলোও সরকারের সহায়তা প্রকল্পের বাইরে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তৈরি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো সব সময় তাদের কাছে পৌঁছায় না। তা ছাড়া দ্রুত নগরায়ণ এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন শিশুশ্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

শিশুশ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজের প্রতিটি অংশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরিবার, স্কুল, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে। শিশুশ্রমমুক্ত একটি সমাজ গড়ার অর্থ হলো একটি জাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, নিরাপদ শৈশব ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যদি সবাই মিলে কাজ করি, তাহলে একদিন শিশুশ্রম একটি অতীতের অধ্যায় হয়ে উঠবে। সেই দিনের প্রত্যাশায় আমাদের আজকের উদ্যোগগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ২০২৫ সালের মধ্যে তার সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৈশ্বিক প্রবণতা বিপরীত হয়েছে, এবং ১৬০ মিলিয়ন শিশু এখনও শিশুশ্রমে জড়িত। সকলের চেষ্টায় এবং সরকারের উদ্যোগে এই শিশুশ্রম অদুর ভবিষ্যতে বন্ধ হবে এই প্রত্যাশা রাখছি।

# প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্কই কাম্য

## গাজীউল হাসান খান

শোনা যায়, ভারত নাকি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার শর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। সেসব চুক্তিতে কী কী ছিল বা থাকতে পারে, তা কেউ জানে না। সে জন্যই বোধ হয় এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে গুজবের পরিমাণটা একটু বেশি। তবে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দাবিদার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হননি। কারণ বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার বিপুল অংশের মধ্যে শেখ হাসিনা ও তার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল বলে সংবাদ বিশ্লেষকদের ধারণা। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দল এবং অধিকার সচেতন মানুষ বিগত দেড় দশক সময় শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। দেশব্যাপী ছাত্র-জনতা হাসিনা সরকারের শোষণ-শাসন, দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতার ওপর হামলা-মামলা ও জেল-জুলুম দিয়ে শেখ হাসিনা তাদের আন্দোলনকে দমিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিগত জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ছিল একটু ভিন্ন ধারার। ছাত্র-জনতা সরকারি বাহিনী কিংবা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সশস্ত্র নেতাকর্মীদের ভয়ে রাজপথ ছেড়ে পালায়নি, বরং নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছিল। তারা আত্মাহুতি দিয়েছে, কিন্তু সংগ্রামের মাঠ থেকে সরে যায়নি। তাদের উত্তাল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ৫ আগস্ট।

এর আগেই তার পরিবারের বেশ কিছু প্রভাবশালী সদস্য ও দলীয় নেতাকর্মী আত্মরক্ষার্থে ভারতে পালিয়েছিলেন। তাদের দেখাদেখি শেষ পর্যন্ত দলের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত নেতাকর্মীরাও সে পথ অনুসরণ করেছেন। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এক হাজার পাঁচ শর বেশি আন্দোলনকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষও রয়েছে।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্কই কাম্যশুরুতে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার সূচিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতার একদল অধিকার সচেতন যুবক রাজপথে নেমে এসেছিল।

পরে ঢাকায় যখন ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক দফা আন্দোলন অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরানোর এক তুমুল গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হলো, তখনো কলকাতা বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু হাসিনার দেশ ছেড়ে পালানোর পর দিল্লি সরকার ও একটি বিশেষ মহল কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কঠোর নীরবতা পালনের পথ বেছে নিয়েছিল। তারা শেখ হাসিনার অপশাসন, ফ্যাসিবাদ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। দৃশ্যত তারা বরং ব্যস্ত হয়ে উঠল শেখ হাসিনাকে আশ্রয় প্রদান ও তার রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর চালানো নির্যাতন ও নির্মম গণহত্যা এতটুকুও তাদের সহানুভূতি পেল না। তারা বরং ব্যস্ত হয়ে উঠল কী করে ভারতে কিংবা অন্যত্র শেখ হাসিনার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়টি নিয়ে। তারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করল, শেখ হাসিনা তাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষিত বন্ধু। তাহলে বাংলাদেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষ কি তাদের সৎ প্রতিবেশী ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু নয়? একমাত্র শেখ হাসিনাই তাদের কাছে সব কিছু? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তার সরকারের সে অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হতে শুরু করেছিল অন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যেও। মোদি সরকার, তার দলীয় নেতারা এবং আরো অনেকে তখন থেকেই উঠেপড়ে লাগলেন বাংলাদেশের নবঘোষিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে, যিনি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। বাংলাদেশে প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সব মহলেই তিনি সমানভাবে সমাদৃত। সেই অবস্থায়ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. ইউনূসকে সাক্ষাৎকার প্রদান কিংবা বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলেন না। ড. মুহাম্মদ ইউনূস জ্ঞানত বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। তার উপদেষ্টা পরিষদে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জানা মতে, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং একজন দেশপ্রেমিক নির্বিবাদী মানুষ।

উপরোল্লিখিত সার্বিক বিষয়টি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছাত্র-জনতার সংঘটিত অভ্যুত্থান কিংবা রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনের পর ভারতের কিছু গণমাধ্যম বাংলাদেশকে নব্য 'পূর্ব পাকিস্তান' বলে আখ্যায়িত করা শুরু করেছিল। এ কথা ঠিক যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ অনেক রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বাংলাদেশে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করেছেন। ঋণ সহযোগিতার জন্য বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আলাপ-আলোচনা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে। সে আলোচনাগুলোতে হয়তো বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় ছিল। এবং সেটিই একজন সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানের মূল দায়িত্ব বা কাজ। এতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনেকেই, বিশেষ করে গণমাধ্যমের অনেকেই যেন জ্বলে উঠেছিলেন। সে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সব কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেন ভারতের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছেন। এটি তো কোনো কূটনৈতিক আচরণ ও শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। কলকাতার কিছু গণমাধ্যম বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর মনগড়া আক্রমণ থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভর্তি পাকিস্তানি অস্ত্র আমদানিসহ এমন কোনো বিষয় নেই, যা তারা বলছে না। অতিরঞ্জিত বক্তব্য উপস্থাপন করে তারা দুটি প্রতিবেশী দেশের মানুষকে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন করে তুলছে। মোদি আসবে-মোদি যাবে, হাসিনা আসবে-হাসিনা যাবে। কিন্তু এই দুটি প্রতিবেশী দেশের বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ থেকে যাবে। মিথ্যাকে বিতাড়িত করবে সত্য। এটিই সভ্যতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি মূলমন্ত্র।

ভারতের আরো কিছু সামরিক বা প্রতিরক্ষাবিষয়ক চ্যানেল রয়েছে, যেখান থেকে সরাসরি জ্যেষ্ঠ বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন নেক'কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে উল্লিখিত চলাচলের পথের প্রশস্ততা বৃদ্ধির সুপারিশ করে চলেছেন। তাদের মতে, এর পরিসর বৃদ্ধি না করলে একদিন ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাতটি রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। তা ছাড়া চীনের সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে ভারত এই সাতটি রাজ্য (সাত কন্যা) সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি এই সাতটি রাজ্য একদিন স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সে অঞ্চলে সামরিক ও অন্যান্য সরবরাহের পথ প্রশস্ত করতে হলে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের এই এলাকাটির ওপর আক্রমণ চালাতেই হবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সেসব নিষিদ্ধ আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য ভারত সরকার তাদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে না কিংবা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তা ছাড়া ভারতীয় একটি প্রতিরক্ষাবিষয়ক চ্যানেলে লে. জেনারেল পি আর শর্মা (অব.) ও মেজর জেনারেল বকশী (অব.) এখন প্রকাশ্যেই চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলছেন। ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের স্বার্থে পুরো চট্টগ্রামকে তার বন্দর সুবিধাদিসহ ভারতের প্রয়োজন। জেনারেল শর্মা ও জেনারেল বকশীর বক্তব্যের সূত্র ধরে নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক সুমিত গাঙ্গুলী একই কথার প্রতিধ্বনি ঘটিয়েছেন। অথচ এ ধরনের উসকানিমূলক বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তারা এ পর্যন্ত এসবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাহলে এটিই কি ধরে নিতে হবে যে এটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেরই মনের কথা, যা তারা অন্যকে দিয়ে বলাচ্ছে।

উল্লিখিত কথাবার্তা শুনে ঢাকার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনাকালে সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মোফাজ্জল করিম বলেছেন, 'এটি তাদের ধৃষ্টতা।

# জমিয়ত সভাপতি মাওলানা রায়পুরীর দাফন সম্পন্ন

**সিলেট অফিস :** বাংলাদেশ জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাওলানা মনসুরুল হাসান রায়পুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শুক্রবার রাতে মৌলভীবাজার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মনসুরুল হাসান রায়পুরীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার দুপুরে মৌলভীবাজার জেলার কনকপুরে নিজ বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

এর আগে জোহরের নামাজের পর মাওলানা রায়পুরীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমের দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা সালেহ আহমদ সোহাইল। জানাজায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, গহরপুর মাদ্রাসার মুহতামিম ও বেফাক সহ-সভাপতি মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন রাজু, জামেয়া রেঙা সিলেটের মুহতামিম মাওলানা মুহিউল ইসলাম বোরহান, কাতিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হাফেজ মাওলানা এমদাদুল্লাহ, খতিব উবায়দুল হক (রহ.)-এর ছেলে মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী ও মাওলানা শহীদুল হক জালালাবাদী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব ওয়ালী উল্লাহ আরমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি জাকির হোসাইন খান প্রমুখ।

এর আগে শুক্রবার (২২ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় ইন্তেকাল করেন মাওলানা শায়খ মনসুরুল হাসান রায়পুরী। তার মৃত্যুতে আলেমসমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

মাওলানা শায়খ মনসুরুল হাসান রায়পুরী মৃত্যুর আগে প্রায় মাসখানেক ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার পিতা শায়েখ হাবিবুর রহমান রায়পুরী (রহ.) ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানি (রহ.)-এর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও খলিফা।

মাওলানা মনসুরুল হাসান রায়পুরী জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.)-এর বড় জামাতা। মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গেছেন।

অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে ছয় দশকের বর্ণাঢ্য অতীতের পাশাপাশি তিনি একজন বিদগ্ধ আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ঢাকার নতুনবাগ মাদরাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। আমৃত্যু সিলেট কারাগার জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

# সুনামগঞ্জে যুবলীগ নেতার বাড়ি থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

**সিলেট অফিস :** সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দিনব্যাপী দিরাই উপজেলার হাতিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে কুলঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা একরার হোসেনের বাড়ি থেকে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, ১৫টি সুলফি, ৯৮টি টেঁটা, ৮টি স্টিলের ঢাল, ৩টি রামদা, ১টি দা, ৮টি ছোট বড় ছোরা, ১টি কাটার, ১টি বাইনোকুলার, ১৫টি কাঠের রুল, ৭টি পাইপ, ৬টি লোহার রড, ১টি বেজবলের ব্যাট।

শুক্রবার দিরাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নাশকতার উদ্দেশ্যে অস্ত্রের মজুদ করা হয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তিনি জানান, এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একরার হোসেনেকে প্রধান আসামী করে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

# সিলেটে বিএনপি নেতাকর্মীদের যে নির্দেশনা দিলেন তারেক রহমান

**সিলেট অফিস :** বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার লেজ রয়ে গেছে। ভারতে বসে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিএনপি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র দেশ ও দেশের মানুষ।

মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) 'রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা' ও জনসম্পৃক্তি বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া কর্মশালাটি শেষ হয় সন্ধ্যা সোয়া ৫টায়।

দেশের অর্থ পাচার প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, যারা লুটপাট করে অর্থ পাচার করেছে, আশপাশের যেসব দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে তারা এখনো বসে নেই। এখনো ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হলে এসব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, চলার পথে গণতন্ত্র অনেক সময় বাঁধাগ্রস্থ হয়। গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারে ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বিএনপি আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। এতে অনেক নেতা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, নির্বাচিত সরকারের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হবে। জুলাই-আগস্টের শহীদদের তালিকা করা হবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জনগণের আস্থা ধরে রাখতে হবে। দলীয় কর্মকান্ড দেখে যাতে বিএনপির প্রতি জনগণের আস্থা-ভরসা আরও বাড়ে। রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে নেতাকর্মীদের সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরো বলেন, আজকে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। দল কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ ও দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আসুন আমরা মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি।পলাতক স্বৈরাচারের অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে যারা টিকে আছেন তারা আগামীতেও টিকে থাকবেন বলে আমি মনে করি।

বিএনপির শীর্ষ নেতা জোর দিয়ে বলেন- আমাদেরকে গণতন্ত্রের পক্ষে থাকতে হবে, গণতন্ত্রকে চালু রাখতে হবে। যেখানে যেটাই নির্বাচন হউক সেটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে হতে হবে। বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের পরিচালনায় কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ডা. অধ্যাপক মওদুদ হোসেন পাভেল।

দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য এম. নাসের রহমান ও সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীসহ কয়েকজন ৩১ দফা কর্মসূচির উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশিক্ষণে প্যানেল আলোচক ছিলেন- ডা. মওদুদ আলমগীর, বিএনপি মিডিয়া সেলের আহবায়ক ডা. মহিউদ্দিন আলমগীর পাবেল, কৃষক দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবা হাবিবা, সহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট নেওয়াজ হালিমা আর্লি, সহপ্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রেহানা আক্তার রানু।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন- বিএনপির যুগ্ন মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, সহ গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক খন্দকার আনিসুর রহমান তালুকদার, নির্বাহী কমিটির সদস্য (দপ্তরের দায়িত্বে) আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন ও মিফতাহ্ সিদ্দিকী।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য তাহসিনা রুশদির লুনা, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও ড. এনামুল হক চৌধুরী, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. সাখাওয়াত হাসান জীবন, সহ সম্পাদক শাম্মী আক্তার ও আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী কমিটির সদস্য ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহবান ফজলুল হক ময়ুন, সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নজিবুর রহমান নজিব।

# কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে পাঁচ সবজি

**পোস্ট ডেস্ক :** কোলেস্টেরল নিয়ে মোটামুটি সবাই চিন্তায় থাকে। এটি একটি জটিল সমস্যা। এই রোগের ফাঁদে পড়লে শরীরের হাল বিগড়ে যেতে সময় লাগে না। এই উপাদান রক্তনালির ভিতর জমা হয়।

যার ফলে স্বাভাবিক রক্তচলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। সেই কারণে হার্ট অ্যাটাক ও পেরিফেরাল আর্টারি রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। তাই চেষ্টা করুন যে ভাবেই হোক কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার। আর সেই কাজে সাফল্য পেতে চাইলে সবার প্রথমে বাইরের ফাস্ট ফুড খাওয়া ছাড়তে হবে।

শীতকাল ইতোমধ্যে তার আগমনি সংবাদ দিয়েছে। আর শীতকালে মোটামুটি সাধারণের তাজা সবজি পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করবে এসব সবজি। তাই কোলেস্টেরল কমাতে কোন কোন সবজি পাতে রাখবেন তা নিয়েই আজকের প্রতিবেদন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক।

**গাজর**

অত্যন্ত উপকারী একটি সবজি হলো গাজর। এতে রয়েছে সলিউবল ফাইবারের ভাণ্ডার। আর এই উপাদান খাবারে উপস্থিত কোলেস্টেরলকে অন্ত্রে গৃহীত হতে বাধা দেয়। যার ফলে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল বাড়ার সুযোগ পায় না।

তবে এখানেই শেষ নয়, এই সবজিতে উপস্থিত রয়েছে একাধিক জরুরি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর সেই উপাদান হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই গাজরকে জায়গা করে দিন।

**লাউ**

লাউয়ে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল রয়েছে। যার ফলে এই সবজি খেলে শরীর ডিটক্স হয়। শুধু তাই নয়, এতে মজুত ফাইবার আবার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও সিদ্ধহস্ত। যার ফলে সুস্থ থাকে হার্ট। এছাড়া নিয়মিত লাউ খেলে ওজন কমে দ্রুত গতিতে। যেই কারণে বড়সড় রোগের ফাঁদ এড়িয়ে চলা যায়। তাই চেষ্টা করুন যে ভাবেই হোক লাউকে ডায়েটে জায়গা করে দেওয়ার।

**টমেটো**

অতি পরিচিত এই সবজিও কোলেস্টেরলকে বশে রাখার কাজে একাই একশ। এতে রয়েছে লাইকোপেন নামক একটি উপাদান। আর এই উপাদান খারাপ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগি-

সারাইডসকে বশে রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা ফাইবার কোলেস্টেরল গ্রহণে বাধা দেয়। যার ফলে সুস্থ থাকে শরীর। এড়িয়ে চলা যায় হার্টের অসুখ। তাই প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই টমেটোকে জায়গা করে দিন।

**ব্রকোলি**

একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ব্রকোলি। সেই সঙ্গে এতে ভরপুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। যে কারণে ব্রকোলি খেলে সুস্থ থাকে শরীর। দেহে প্রদাহ কমে। দূরে থাকে হার্টের অসুখ। এর পাশাপাশি খারাপ কোলেস্টেরলকে বশে আনতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়ানোর কাজেও সেরার সেরা হাতিয়ার হতে পারে ব্রকোলি। তাই চেষ্টা করুন প্রতিদিন অবশ্যই ব্রকোলিকে খাবারে জায়গা করে দেওয়ার।

**ফুলকপি**

শরীর ও স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে চাইলেও নিয়মিত ফুলকপি খেতে হবে। এতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শুধু তাই নয়, নিয়মিত ফুলকপি খেলে দেহে ফাইবারের ঘাটতি মিটে যায়। যার জন্য অন্ত্র থেকে কোলেস্টেরল গৃহীত হতে পারে না। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই ফুলকপিকে জায়গা করে দিন। তাতেই উপকার মিলবে হাতেনাতে।

# শীতকালে দিনে কতটুকু পানি পান করবেন

**পোস্ট ডেস্ক :** শীতকালে আমাদের শরীর ঘামে কম, তাই পানির পিপাসাও খুব একটা লাগে না। অনেকের আবার বেশি পানি পান করলে ঘন ঘন টয়লেটে যেতে হয়। সেই ঝামেলা এড়াতে তারা কম পানি খান। আবার ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে না, গরম পানিতেও স্বাদ থাকে না।

এসব কারণে শীতকালে আমাদের পানি পানের পরিমাণও কমে যায়।

কিন্তু শীতকাল বলে কম পানি পান করা ঠিক না। এমন তাপমাত্রায় নিজেকে পর্যাপ্ত হাইড্রেটেড রাখতে পরিমাণ মতো পানি পান করতে হবে। পরিমাণ মতো পানি না পান করলে শরীরে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

শীতে কম পানি পান করলে কী হয়

পানি কম পান করা হলে শরীরের ভেতরে যে আর্দ্র ভাব প্রয়োজন তা আর থাকে না। ফলে ডিহাইড্রেশনে ভুগতে হতে পারে এই সময়ে।

শরীরের ভেতরটা বেশি শুষ্ক হয়ে গেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

পানি কম পেলে শরীরের ভেতরের অ্যাসিড বেশি হয়ে যেতে পারে।

তার ফলে টানা অম্বলের সমস্যায় ভুগতে হতে পারেন।

পানি শরীর সতেজ রাখে। তার থেকে কর্ম ক্ষমতাও বাড়তে পারে। পানি কম খাওয়া হলে শরীর শুকিয়ে যায় ভেতর থেকে। ক্লান্তি আসে।

কমে যেতে পারে কাজের ক্ষমতাও।

শীতের সময়ে পিপাসা না পেলেও তাই নিয়ম করে পানি খাওয়া জরুরি। খুব ঠান্ডা দিনে হালকা উষ্ণ পানি মাঝেমাঝে খাওয়া গেলে ভেতর থেকেও আরাম পাওয়া যাবে।

কতটা পানি প্রয়োজন

গড়ে একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিনে ৩.৭ লিটার পানি পান করা উচিত। তবে সকলের জন্য এই এক সূত্রে কাজ হবে না। কে কেমন কাজ করেন, কার শারীরিক পরিশ্রম কতটা, কোন জায়গায় বাস করছেন ইত্যাদি বিষয়গুলিও এক্ষেত্রে বিচার্য।

বিশেষজ্ঞের কথায়, পানি পান শরীরে তরলের জোগান বাড়ানো ছাড়াও খিদে কমানোর কাজেও লাগে। তাই ওজন কমাতে চাইলেও জল পান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক পানি পানের পাশাপাশি এমন খাবার খেতে হবে যাতে করে শরীরে জলের জোগান থাকে পর্যাপ্ত।

# কোমর ব্যথা কেন হয় এবং কিভাবে বাঁচবেন?

**পোস্ট ডেস্ক :** কোমর ব্যথা বর্তমান সময়ে অনেক মানুষের জন্য একটি দৈনন্দিন সমস্যা। এই ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং মানসিক চাপ কোমর ব্যথার প্রধান কারণ। তবে, এই সমস্যাটি সচেতনতা এবং কিছু সহজ পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এই প্রতিবেদনে কোমর ব্যথার কারণ এবং এর কার্যকরী প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে, যাতে আমরা সুস্থ কোমর এবং সুস্থ জীবনধারা নিশ্চিত করতে পারি।

কোমর ব্যথা কেন হয়?

কোমর ব্যথা অনেক মানুষের জন্য একটি সাধারণ সমস্যা। এই ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। নিচে কিছু প্রধান কারণ উল্লেখ করা হলো:

মাংসপেশীর টান: অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত শারীরিক কার্যকলাপ, যেমন ভারী কিছু তোলা বা দীর্ঘ সময় একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কোমর মাংসপেশীতে টান সৃষ্টি করতে পারে।

অস্বাস্থ্যকর বসার অভ্যাস: দীর্ঘ সময় ধরে অস্বাস্থ্যকরভাবে বসে থাকলে কোমরের উপর চাপ পড়ে, যা ব্যথার কারণ হতে পারে। কম্পিউটারের সামনে কাজ করার সময় অস্বাস্থ্যকরভাবে বসা এটি বাড়াতে পারে।

শারীরিক অবস্থান: ভুলভাবে দাঁড়ানো বা বসার অভ্যাস কোমরের মাংসপেশীকে আঘাত করতে পারে।

বয়সজনিত পরিবর্তন: বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাড় ও পেশীর স্বাস্থ্য কমে যায়।

হাড়ের দুর্বলতা বা ডিস্কের সমস্যা বেশি হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্যা: কোমরের ডিস্কে চাপ পড়লে (ডিস্ক হার্নিয়া) ব্যথা সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্যা কোমরের স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ: মানসিক উদ্বেগ, চাপ ও স্ট্রেস কোমর ব্যথাকে বীধপবৎনধঃব করতে পারে। মানসিক চাপ শরীরের পেশীর টান বাড়াতে সাহায্য করে।

অসুস্থতা: কিছু রোগ, যেমন আর্থ্রাইটিস, কোমর ব্যথার কারণ হতে পারে। এই ধরনের রোগে সাধারণত সংক্রমণ বা প্রদাহের কারণে ব্যথা হয়।

কোমর ব্যথার প্রতিকার

কোমর ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য কিছু কার্যকরী প্রতিকার রয়েছে। নিচে কিছু পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি: কোমরের পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নমনীয় করতে স্ট্রেচিং খুবই কার্যকরী। প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট স্ট্রেচিং করা উচিত। যেমন হাঁটা, সাইক্লিং ও সাঁতার কাটা। এগুলো পেশীর জোর বৃদ্ধি করে এবং ব্যথা কমায়। যদি ব্যথা গুরুতর হয়, তবে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে পরামর্শ করা উচিত। বিশেষ কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে কোমরের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা যায়।

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন: অতিরিক্ত ওজন কোমরের উপর চাপ সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়াম জরুরি। সঠিকভাবে বসা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অফিসে কাজ করার সময় একটি আরামদায়ক চেয়ার ব্যবহার করা উচিত। সঠিক উচ্চতায় ডেস্ক এবং চেয়ারের ব্যবহারও প্রয়োজন।

গরম ও ঠান্ডা সেঁকা: কোমরের ব্যথায় গরম পানির ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং পেশী শিথিল করে। ব্যথা তীব্র হলে বরফের প্যাক ব্যবহার করা উচিত। এটি প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

সঠিক পুষ্টি: হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। দুধ, মাছ, ডিম এবং শাকসবজি খাবারে যুক্ত করা উচিত। বিভিন্ন ফলমূল ও সবজিতে উপস্থিত থাকে। এগুলো শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়ক।

মানসিক চাপ পরিচালনা: মানসিক চাপ কোমর ব্যথাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই নিয়মিত যোগব্যায়াম ও ধ্যান করলে মানসিক চাপ কমে এবং ব্যথাও উপশম হয়।

কোমর ব্যথা একটি গুরুতর সমস্যা হতে পারে, তবে এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। উপরোক্ত উপায়গুলো অনুসরণ করে ব্যথা কমানো সম্ভব। যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক পুষ্টি কোমর ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়ার মূল চাবিকাঠি। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থ কোমর ও সুখী জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব।

# গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে মব-জাস্টিস দমনের আহবান সম্পাদক পরিষদের

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে মব-জাস্টিস কঠোর হস্তে দমনের আহ্বান জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ। মঙ্গলবার সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, সম্পাদক পরিষদ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতার ওপর নানাভাবে আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক দিন ধরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করেছেন কিছু ব্যক্তি। পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এখনো প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছে।

এ বিষয়ে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) উদ্বেগ জানিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এ ধরনের ঘটনার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থার বার্তা দিয়েছেন, যা ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সম্পাদক পরিষদ।

সম্পাদক পরিষদ মনে করে, কোনো পত্রিকার পরিবেশিত কোনো সংবাদ বা সম্পাদকীয় নীতিমালা নিয়ে কারো কোনো ভিন্নমত থাকলে তিনি যেকোনো মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান ও বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এভাবে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতার চর্চা ও পরিবেশকে ব্যাহত করছে। সম্পাদক পরিষদ এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। একইসঙ্গে গণমাধ্যমসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে মব-জাস্টিস কঠোর হস্তে দমন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থি কার্যক্রম থেকে বিরত থাকারও অনুরোধ জানাচ্ছে সম্পাদক পরিষদ।

# জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের ইতিবাচক পরিবর্তন: ডা. শফিকুর রহমান

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ২৪'র ছাত্র জনতার 'জুলাই বিপ্লব' ইতিহাসের ইতিবাচক পরিবর্তন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আল্লাহ উর্বর করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই জমিনে আমরা কী চাষ করব, কীভাবে চাষ করব- তা আমাদের ওপর নির্ভর করবে।

গত সোমবার (২৬ নভেম্বর) রাত আটটায় রাজধানীর আল-ফালাহ মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের থানা দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জন আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মানুষ দোয়া করছে ও চাচ্ছে ক্ষমতা যেন ভালো লোকদের হাতেই আসে। লোকেরা বলছেন যে তারা অপেক্ষা করছেন।

তিনি বলেন, জামায়াতের প্রতি মানুষের প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয়েছে। মানুষ জামায়াতের হয়ে কাজ করতে চাওয়ার অভিব্যক্তিও তুলে ধরেন তিনি।

দলের নেতাদের শহিদ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাজার হাজার ষড়যন্ত্র আছে, থাকবে। দুনিয়া যতদিন আছে ষড়যন্ত্র ততদিন থাকবে। কোনো সময়ই এই ধরনের ষড়যন্ত্রের বাইরে ছিল না- হযরত আদম (আ.)-এর বিরুদ্ধেও শয়তান ষড়যন্ত্র করেছিল। এজন্য মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কোরআনে একটি সূরাও নাযিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর মকবুল বান্দা হওয়ার জন্য দুটো জিনিস তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল অর্জনের কথা নেতাকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিরেট কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, সামাজিক সংগঠনও নয়, আবার শুধু দাওয়াহ সংগঠনও নয়- দ্বিনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন। এখানে সমস্ত উপাদান আছে- কোনো কিছু বাদ নেই।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াতের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয়েছে। এই জায়গা যেন নষ্ট না হয়, যেন যত্ন নেওয়া হয়- নেতা-কর্মীদের সতর্ক করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমরা যদি মানুষের ভালোবাসাগুলোর যত্ন নিতে পারি-তাহলে দ্বীন কায়েমের আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা আল্লাহ পূর্ণ করে দেবেন। আমরা আমাদের জন্য দ্বিনের বিজয় চাচ্ছি না, আমাদের মিল্লাতের জন্য চাচ্ছি। মিল্লাত বিজয় পেলে আমরাও তার অংশীদার হবো ইনশাআল্লাহ।

জামায়াত আমির বলেন, ক্ষমতায় গিয়ে আমরা হাব-ভাব দেখাবো, স্বাদ নেবো আল্লাহ যেন এই নাপাক চিন্তা থেকে আমাদের মনকে মুক্ত রাখেন। অতীতের মুরব্বিরা (সাবেক দায়িত্বশীলরা) অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। ঐটাকে সামনে রেখে আরও সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করব আমরা। তাহলেই তারা সার্থক হবেন। গোটা জাতিকে (মিল্লাতকে) আমাদের ধারণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন বলেন, নতুন বিপ্লবে ঢাকা মহানগরী উত্তরের থানা সভাপতি ও আমীরদের নতুনত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী একটি সামগ্রিক আন্দোলনের নাম। একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন এবং পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন।

সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে নেতৃত্ব বাছাইয়ে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করার পাশাপাশি প্রয়োজনে তরুণদের এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন মহানগরী আমির।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর নায়েবে আমির আব্দুর রহমান মূসা ও ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা, সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিম উদ্দীন মোল্লা, ডা. ফখরুদ্দীন মানিক ও মাওলানা ইয়াসিন আরাফাত। দারসুল কোরআন পেশ করেন অধ্যাপক আবুল ইহসান।

সমাবেশে ২০২৫-২০২৬ সেশনের জন্য রুকনদের ভোটে নির্বাচিত থানা আমীরদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545
advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

# সংবিধানে সংস্কারে বিএনপির ৬২ প্রস্তাব, বাস্তবায়ন করবে নির্বাচিত সরকার

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তবর্তীকালীন সরকারের সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে ৬২টি প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপির সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব কমিটি। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজের হাতে লিখিত প্রস্তাব তুলে দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বিএনপির প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় ভারসাম্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণভোট, সংসদের উচ্চকক্ষ, উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ। তবে বিএনপির মতে, সংবিধান সংস্কারের বাস্তবায়ন করবে নির্বাচিত সরকার।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে বিএনপির প্রস্তাবনার কথা তুলে ধরে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, সূচনা থেকে শুরু করে তফসিল পর্যন্ত ৬২টি জায়গায় বিভিন্ন প্রস্তাব, সংশোধনীর প্রস্তাব জমা দিয়েছি। কমিটি বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করি।

প্রস্তাবনার মূল অংশে বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তনের বিধান ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ করেছিল সেগুলোসহ কিছু নতুন প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের শহীদের রক্তের অঙ্গীকার ও বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যাতে সংসদীয় একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি না হয়, সেগুলো মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তাবনা দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, পরপর দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন না হয় সে বিধান রেখেছি। নতুন করে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টির বিধানের প্রস্তাব করেছি।

বিচার বিভাগের বিষয়ে বিএনপি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানান তিনি। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ যাতে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে থাকে। নতুন পদ হিসেবে উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রী পদ সৃজনের প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, এটা আগে ছিল আমরা তা পুনপ্রবর্তনের বিধানের প্রস্তাব করেছি। যে সমস্ত বিষয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বেশি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানুষের একনম্বর আকাঙ্ক্ষা, সেটি আদালতের বিচারাধীন আছে, আশাকরি মানুষের পক্ষে আসবে।

# ঢাকায় ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ গ্রেপ্তার

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকা থেকে সনাতন ধর্মবিশ্বাসী সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকালে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) তাকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গেছে, ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার উদ্দেশে বিমানবন্দর আসেন। সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে আদালতের নির্দেশের পর কারাগারে নেওয়া হলো ইসকনের সাবেক নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তাকে চট্টগ্রাম কারাগারে নেওয়া হয়। এর আগে প্রায় ৩ ঘণ্টা আদালত প্রাঙ্গণে অনুসারীদের বিক্ষোভে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে অবরুদ্ধ ছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ।

গত ৫ আগস্টের পর দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীর নামে কয়েক দফা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেসব সমাবেশ থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমান সরকারের উদ্দেশে নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে বক্তব্য দেন। এর আগে থেকে তিনি আলোচনায় থাকলেও গত ২৫ অক্টোবর বিকালে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি মাঠে ৮ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমাবেশের বেশি আলোচনায় আসেন।

ওই সমাবেশ করা হয় বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের নামে। সমাবেশে এই চিন্ময় কৃষ্ণ দাসই বাংলাদেশের হিন্দুদের মন্দিরে হামলা ও বাড়িঘরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নানা অভিযোগ করেন। অথচ তার বিরুদ্ধেই দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় তিনি উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস আলোচিত হিন্দু সংগঠন ইসকনের অন্যতম সংগঠক। তিনি সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে তিনি চিন্ময় প্রভু নামে পরিচিত। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সনাতন ধর্মবিশ্বাসী সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) আলোচিত সংগঠক চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে এ মামলা দায়ের হয়। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তারা হলেন- রাজেশ চৌধুরী ও হৃদয় দাশ। ফিরোজ খান নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে নগরীর কোতোয়ালী থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

# চট্টগ্রামে আদালত এলাকায় সংঘর্ষ, আইনজীবীকে

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম আদালত এলাকায় সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় সাইফুল ইসলাম নামে এক আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে চিন্ময় সমর্থকরা। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে আদালত ভবনের প্রবেশমুখে রঙ্গম কনভেনশন হলের সামনে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক নিবেদিতা ঘোষ সাইফুল ইসলামের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত সাইফুল সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। তার বাড়ি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৬ জন। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সাইফুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভরত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আদালত চত্বরে প্রায় তিন ঘণ্টা পুলিশের প্রিজনভ্যান আটকে রাখেন। একপর্যায়ে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে রঙ্গম কনভেনশন হলের সামনে অবস্থান নেন। এর মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে দুপক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ এবং ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অনেকে গুরুতর আহত হন।

এ রিপোর্ট লেখার সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নগরের নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থান করছেন। অপরদিকে, স্থানীয় তরুণ-যুবকদের একটি দল মিছিল নিয়ে নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থান করছেন। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। পুলিশের সঙ্গে বিজিবি সদস্যরাও ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

# জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন নৌবাহিনীর ৭৫ সদস্য

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (ইউনাইটেড নেশন্স ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন-ইউনিফিল) অংশ নিতে লেবাননের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে নৌবাহিনীর ৭৫ জন সদস্যের একটি দল। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) জাতিসংঘের বিমানযোগে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে তারা।

নৌবাহিনী সদস্যরা বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের (ব্যানকন-১৫) আওতায় নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম'-এ যোগদান করবেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানায়, এসময় চিফ স্টাফ অফিসার টু কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল নৌবাহিনী সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তখন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নৌবাহিনী সদস্যদের উদ্দেশে সততা, নিষ্ঠা এবং পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সব সদস্যকে একযোগে কাজ করার দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত ১৯ নভেম্বর প্রথম গ্রুপে ৩৫ জন নৌবাহিনী সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ইউনিফিলে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, ব্যানকন-১৪-এর নৌ সদস্যরা আগামী ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ভূমধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে।

বর্তমানে নিয়োজিত নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ 'সংগ্রাম' লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

পাশাপাশি ওই জাহাজ লেবানিজ জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের ওপর নজরদারি, দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবাননের সামরিক সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

আইএসপিআর বলেছে, লেবাননে মোতায়েনের পর থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ১৪ বছর ধরে বাংলাদেশের নৌ সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই গর্বিত অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছে নৌবাহিনী।

# বাংলাদেশকে ৩ মিলিয়ন ইউরো দেবে আইএলও

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সঙ্গে ৩ মিলিয়ন ইউরোর একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের আর্থিক সহায়তায়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অন্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিভা অংশীদারি সমর্থন' শীর্ষক একটি তিন বছর মেয়াদি প্রকল্প (২০২৪-২০২৭) বাস্তবায়ন করবে।

ইআরডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অর্থনৈতিক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর তুওমো পটিয়াইনেন নিজ নিজ পক্ষে আজ প্রকল্প চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইইউ প্রতিনিধিদলের ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের প্রধান মিশাল ক্রেজা, ইআরডির অতিরিক্ত সচিব একেএম সোহেল, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইফুল হক চৌধুরী এবং আইএলও এবং সরকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণ।

সার্বিক অর্থে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে- নির্বাচিত ইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শ্রমবাজারে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন পেশাগত খাত যেমন- স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, আইসিটি, পরিচর্যা, অতিথি সেবা, নির্মাণ এবং কৃষি খাতে তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে বিদ্যমান শ্রম চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত করা।

# বাংলাদেশ সীমান্ত অবরোধের হুমকি বিজেপির

**পোস্ট ডেস্ক :** বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের বিষয়টি মানতে পাড়ছে না বিজেপি।

সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল জানিয়েছে, চিন্ময়ের মুক্তি দাবি করেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি। এমনকি তাকে মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ সীমান্ত সনাতনীরা অবরোধ করবে বলেও হুমকি দিয়েছেন রাজ্যটির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভেরও হুমকি দিয়েছেন তিনি।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র

ও চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকা থেকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

পরে ইসকনের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সোমবার রাতে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে। এমনকী বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে ইউনূস সরকার গ্রেপ্তার করেছে।

শুভেন্দু আরও বলেন, সোমবার রাতের মধ্যে চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে মুক্তি না দিলে আগামীকাল থেকে সীমান্তে সনাতনীরা অবরোধ করবে। ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে কোনও পরিষেবা বাংলাদেশে ঢুকতে দেব না।

একই সঙ্গে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসও টানা ঘেরাও অবস্থানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এই বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর কথায়, "বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যেভাবে 'দমন-পীড়ন' শুরু হয়েছে, তাতে আমরা চিন্তিত, ব্যথিত। এই জিনিস আর বরদাস্ত করা হবে না।"

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে সমাবেশ করে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এই মঞ্চেরও মুখপাত্র। ওই সমাবেশের পরপরই চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ ওঠে।

এরপর গত ৩০ অক্টোবর চিন্ময় দাসসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নগরীর কোতোয়ালি থানায় সেই মামলা দায়ের করেন ফিরোজ খান নামে এক ব্যক্তি। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননা করার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে এই মামলা করা হয়।

এই ঘটনায় আগেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তাদের নাম রাজেশ চৌধুরী ও হৃদয় দাস।

মামলার আরও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা হলেন- ইসকনের চট্টগ্রামের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও পুণ্ডরীক ধাম মন্দিরের অধ্যক্ষ চন্দন কুমার ধর প্রকাশ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, চট্টগ্রামের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সমন্বয়ক অজয় দত্ত, নগরীর প্রবর্তক ইসকন মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলা রাজ দাস ব্রহ্মচারী, গোপাল দাস টিপু, ডা. কথক দাস, প্রকৌশলী অমিত ধর, রনি দাস, রাজীব দাস, কৃষ্ণ কুমার দত্ত, জিকু চৌধুরী, নিউটন দে ববি, তুষার চক্রবর্তী রাজীব, মিথুন দে, রুপন ধর, রিমন দত্ত, সুকান্ত দাস, বিশ্বজিৎ গুপ্ত, রাজেশ চৌধুরী এবং হৃদয় দাস।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট নামে দুটি সংগঠন 'বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের' ব্যানারে কর্মসূচি পালন শুরু করে। নতুন এই জোটের মুখপাত্র করা হয় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে।

অন্যদিকে সম্প্রতি চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে বহিষ্কার করেছে ইসকন (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) বাংলাদেশ।

# ইউরোপজুড়ে মানবপাচার বিরোধী অভিযান, পাঁচ দেশে গ্রেপ্তার ২০

**পোস্ট ডেস্ক :** যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতে শত শত সিরিয়ান অভিবাসী পাচারে জড়িত একটি চক্রকে ভেঙে দিতে আন্তর্জাতিক অভিযান পরিচালনা করেছে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। পাঁচটি দেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দেহভাজন ২০ জন মানবপাচারকারীকে।

ইউরোপজুড়ে মানবপাচারে জড়িত সিরিয়ান নাগরিকদের একটি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল জার্মানি। সেই তদন্তে সহযোগিতা দিয়ে আসছে এনসিএ। তদন্তের অধীনেই যুক্তরাজ্যের উলভারহ্যাম্পটনের বিলস্টনের বাড়ি থেকে এক ইরাকি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে এনসিএ।

ইউরোপোল এবং ইউরোজাস্টের সমন্বয়ে বুধবারের এই অভিযানে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গোটা ইউরোপজুড়ে অন্তত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযানে এনসিএ এবং জার্মান পুলিশের সঙ্গে অংশ নিয়েছে অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, বসনিয়া-হ্যারৎসেগোভিনা এবং সার্বিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো।

গত বুধবারের অভিযানে জার্মানি থেকে চার জন, অস্ট্রিয়া থেকে ছয় জন, সার্বিয়া থেকে ছয় জন এবং বসনিয়া থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেদারল্যান্ডসে তল্লাশি চালিয়ে ফোন, কম্পিউটারসহ গাড়ি, নগদ অর্থ ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

এনসিএ জানিয়েছে, মানবপাচারকারী সন্দেহে আটক ২০ ব্যক্তি অন্তত ৭৫০ জন সিরীয় অভিবাসীকে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতে পাচার করেছে। প্রত্যেক অভিবাসীর কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার থেকে ১২ হাজার ইউরো পর্যন্ত আদায় করেছে তারা।

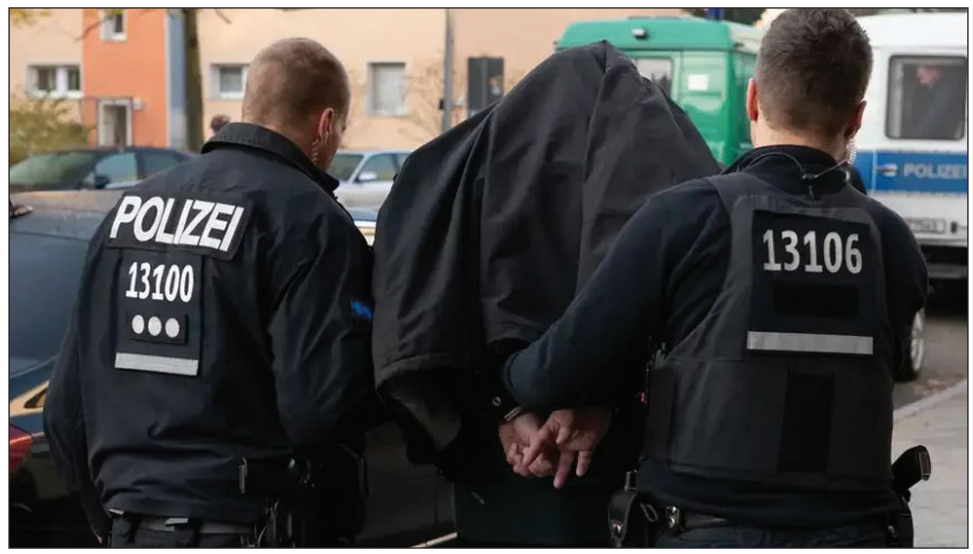


ধারণা করা হয়, ২০২১ সাল থেকে ইউরোপের ২০টি দেশে সক্রিয় রয়েছে এই নেটওয়ার্কটি। অভিবাসীদের জার্মানিতে পাচারের আগে বলকান অঞ্চল হয়ে পূর্ব ইউরোপে নিয়ে আসা হতো। এই চক্রটি একসঙ্গে অন্তত একশ মানুষকে পাচার করেছিল বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে যাদের গন্তব্য যুক্তরাজ্য, তাদের নেদারল্যান্ডস হয়ে নৌকার মাধ্যমে পাঠানো হয়।

অভিযানের অংশ হিসাবে বিলস্টনের নিজ বাড়ি থেকে ৩৫ বছর বয়মি ইরাকি নাগরিক হুসাম আল রামলিকে গ্রেপ্তার করে এনসিএ। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ''ওই ব্যক্তি অভিবাসীদের অনিয়মিতভাবে বেলারুশ থেকে পোল্যান্ডে নিয়ে আসতো এবং সেখান থেকে তাদের জার্মানির পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতো।''

অভিবাসী পাচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ইন্টারনেটে প্রচারের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ওই ইরাকি নাগরিককে গ্রেপ্তারের সময় এনসিএ-এর সঙ্গে পোলিশ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পোল্যান্ডের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 'ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল ইরাকি নাগরিক আল রামলির নাম। তাই তাকে ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে পোল্যান্ডে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

এনসিএ-এর পরিচালক (তদন্ত) জন ডেনলি বলেন, এটি একটি বড় অভিযান ছিল। মানবপাচারে জড়িত ভয়ংকর একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে টার্গেট করেই কয়েকটি দেশে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। যার অংশ হিসাবে যুক্তরাজ্যেও অভিযান চালানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ইরাকের ওই নাগরিকের বিচার এখন পোল্যান্ডের আদালতে হবে। এই অভিযান পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জন ডেনলি বলেন, 'মানবপাচার চক্র ভেঙে দেয়া এনসিএ-এর প্রধান অগ্রাধিকার। মানবপাচারে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করতে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি।'

তিনি বলেন, যারা আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে, যারা মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে, যারা মানুষের জীবনকে পণ্য হিসাবে দেখে, তাদের গুঁড়িয়ে দিতে ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা আমাদের লক্ষ্য।

সীমান্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয় বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা ঈগল বলেন, যেখানে অপরাধী নেটওয়ার্কের খোঁজ মিলবে, সেখান থেকেই তাদের সমূলে ধ্বংস করার অভিযানে আমরা কোনোভাবেই থামব না।

# মসজিদে সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত উত্তরপ্রদেশ, নিহত ৩

**পোস্ট ডেস্ক :** ভারতের উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর অশান্তির আগুন ছড়ালো। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি সূত্রের। স্থানীয় সূত্রে খবর, মুঘল আমলে নির্মিত শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষার কাজ শুরু হলে সম্ভল এলাকায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ খবর দিয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস। এতে বলা হয়, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা নাগাদ এলাকায় পৌঁছে যান সমীক্ষক দলের সদস্যরা। সেই দলে ছিলেন- জেলাশাসক রাজেন্দ্র পানসিয়া, পুলিশ সুপার কৃষ্ণ বিষ্ণোই, মহকুমাশাসক বন্দনা মিশ্রা, সার্কেল অফিসার অনুজ চৌধুরী এবং তহসিলদার রবি সোনকার। সম্ভলের শাহী জামা মসজিদ নিয়ে একটি মামলা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিষ্ণু শংকর জৈন। মামলায় তিনি দাবি করেন, হরিহর মন্দিরের স্থানে মুঘল আমলে তৈরি করা হয় এই মসজিদ। এটি ১৫২৯ সালে মুঘল বাদশা বাবরের আমালে নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বিষ্ণু শংকর জৈনের মামলার ভিত্তিতে মসজিদটি সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গত ১৯ নভেম্বর পুলিশ মোতায়েন করে প্রথম দফায় সমীক্ষা চালানো হয়। সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়ছিল গোটা এলাকাজুড়ে। সমীক্ষা চলাকালীন যাতে কোনো অশান্তি না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশের বিরাট বাহিনী এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সদস্যদেরও আগে থেকেই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সমীক্ষকরা এলাকায় পৌঁছতেই পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের একটি সূত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, মুহূর্তে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতার একাংশ পুলিশকে লক্ষ করে পাথর ছুড়তে শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় হাজার তিনেক লোক জড়ো হয়েছিলেন মসিজদের সামনে। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। শেষ পর্যন্ত কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। পরে জানা যায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বন্দুকের আঘাতে -নাঈম, বিলাল এবং নওমান নামের তিনজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীতে, পুলিশের আরও সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তারা ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে। তাতে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যেই সেই সংঘর্ষের ভিডিও সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজেন্দর পেনসিয়া জানিয়েছেন, দেশীয় পিস্তল থেকে গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। তৃতীয় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। শাহী মসজিদ কমিটির প্রধান জাফর আলী বলেন, মসজিদের কাছে ভিড় জড়ো হতে শুরু করে। তিনি যোগ করেন যে বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষের সময় পুলিশও ফাঁকা গুলি চালায়। ইতিমধ্যেই অশান্তির ঘটনায় আটক করা হয়েছে ২০ জনকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন দুই নারীও । জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় তাদের আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, মোট ১৫-২০জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।

# ব্রিটিশ নাগরিক আটক

**পোস্ট ডেস্ক :** রাশিয়ার দখলকৃত কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর হয়ে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়া এক ব্রিটিশ ভাড়াটে সেনাকে আটক করেছেন রুশ সেনারা।

রোববার রুশ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা টাস এবং অন্যান্য গণমাধ্যম ওই ব্রিটিশ নাগরিককে জেমস স্কট রিস অ্যান্ডারসন বলে শনাক্ত করেছে।

টাস জানিয়েছে, ব্রিটেনের এক ভাড়াটে সেনাকে আটক করা হয়েছে। তিনি তার নাম জেমস স্কট রিস অ্যান্ডারসন বলে জানিয়েছেন। তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বার্তা পাঠানোর মাধ্যম টেলিগ্রামে রাশিয়াপন্থি একটি চ্যানেলে গতকাল পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, সেনাবাহিনীর পোশাক পরা এক তরুণ হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। পেছন থেকে তার হাত বাঁধা। তিনি জানান, তার নাম জেমস স্কট রিস অ্যান্ডারসন এবং তিনি একসময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন।

তবে বার্তাসংস্থা রয়টার্স স্বতন্ত্রভাবে ওই ভিডিও এবং আরআইএ ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। ভিডিওটি কখন ধারণ করা হয়েছে, তা-ও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্তব্য

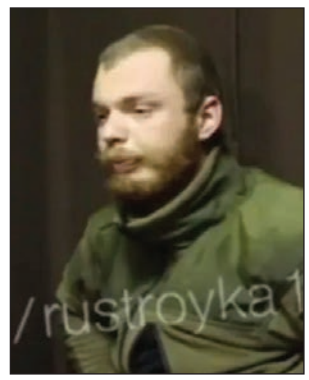


জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এ বিষয়ে বলেছে, ওই নাগরিক আটক হওয়ার পর তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী গত আগস্টে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী কুরস্ক অঞ্চলে আচমকা হামলা চালায়। অঞ্চলটির একটি অংশ এখনো ইউক্রেনীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে। কিয়েভ বলেছে, তারা এরই মধ্যে ওই অঞ্চলে দখল করা ৪০ শতাংশের বেশি এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। রুশ সেনারা সেখানে পাল্টা অভিযান জোরদার করেছেন।

## গভীর ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি দেশ

প্রতিনিধিদলের চার দিনের সফর শেষ করার পর দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই মন্তব্য করেছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে এই সফরকে ঐতিহাসিক বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা দিল্লিতে যাওয়ার পর ভারত ড. মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের মেতে উঠেছে। একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে, আন্দোলনের কার্ড ছুঁড়ছে এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে ঢাকায় দালালচক্র সৃষ্টি করেছে। এই চক্র কখনো সম্মিলিত ভাবে কখনো বিক্ষিপ্ত ভাবে নানান মোড়কে বাংলাদেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এখন দেশ বাঁচাতে বিএনপি, জামায়াত, ডান-বাম, ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের অনুসারী একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ইসকনের বহিষ্কৃত নেতা বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাশকে হিন্দু নেতা বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়নি। বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে তিনি দেশবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার উপরে ইসকনের পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছেন। চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশকে হুমকি দিয়েছে। ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে শুভেন্দু বলেছে, '২৫ নভেম্বর রাতের মধ্যে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে মুক্তি না দিলে ২৬ নভেম্বর থেকে সীমান্ত সনাতনীরা অবরোধ করবে। ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে কোনও পরিষেবা বাংলাদেশে ঢুকতে দেব না'। একই সঙ্গে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসও টানা ঘেরাও অবস্থানের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই বিজেপি নেতা।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুর্বলতা ও নতজানুতার কারণে শুভেন্দুর মতো ব্যক্তি বাংলাদেশকে হুমকি দিচ্ছে। ইসকন অনুসারীরা ভারত সীমান্তে অবরোধ করলে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বিজিবি'র ভূমিকা কি হবে সেটাই প্রশ্ন।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে প্রতিদিন সেদেশের মুসলমান নাগরিকদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। দু'দিন আগেও উত্তর প্রদেশে ৫ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। এ জন্য কি পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সীমান্ত অবরোধের হুংকার দিয়েছে? ৯২ ভাগ মুসলমানের বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ সব ধর্মাবলম্বী সৌহার্দ্য সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে শত শত বছর ধরে। অথচ হাসিনার পতনের পর ভারত নানাভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে ও বাংলাদেশ বিরোধী অপকাণ্ড করেই যাচ্ছে।

গত মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসকনের আন্দোলনে দেশি-বিদেশি ইন্ধন রয়েছে। দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করাই বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর লক্ষ্য।

ইউনূস সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারত একের পর এক ষড়যন্ত্র কার্ড ছুঁড়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন, জুডিশিয়াল ক্যু, আনসার দিয়ে সচিবালয় ঘেরাও, ১৫ আগস্ট ঢাকা অবরোধ, গার্মেন্টসে অস্থিরতা, পাহাড়ে অশান্তিসহ নানা অপকাণ্ড করেছে।প্রতিটি ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের 'ফেইক' নিউজ দেশের এবং ভারতের কিছু গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করলেও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা মন্দির প্রহরা দিয়েছে এমন দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এমনকি হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এমন ঘটনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ফলে 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' কার্ড ব্যর্থ হয়েছে। এখন ইসকনের চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীরা হাসিনার পক্ষে অবস্থান নিয়ে 'বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ' নাম দিয়ে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ফেইক তথ্য প্রচার করছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীদের যে ভারত মাঠে নামিয়েছে তা শুভেন্দু অধিকারীর হুংকারে পরিষ্কার।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা নতুনভাবে স্বাধীনতা পেলেও এখনও আমাদের দেশমাতৃকার বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত থেমে নেই। তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ষড়যন্ত্রকারীরা কখনোই সফল হবে না।

বাংলাদেশের অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য ইসকনকে যে ভারত মাঠে নামিয়েছে তার প্রমাণ শুভেন্দু অধিকারীর হুমকিই শুধু নয়; ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দাবি করা হয় বাংলাদেশে 'উগ্রপন্থীদের' দ্বারা হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পাশাপাশি মন্দির অপবিত্রতার ঘটনাও ঘটেছে। ভারতের এই বিবৃতি জানান দেয়, তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে ভারতের গণমাধ্যম ও বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যমের মাথা ব্যথা নেই। ভারত ও বাংলাদেশের ওই গণমাধ্যমগুলো ঢাকার বিপক্ষে গিয়ে দিল্লির পক্ষ নিয়ে ইসকন ও ভারতের এসব মনগড়া অভিযোগ ফলাও করে প্রচার করছে।

ঢাকায় কয়েকদিন থেকে চরম নৈরাজ্য চালানো হচ্ছে। দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে মানুষকে। ২৫ নভেম্বর ব্যাটারিচালিত রিকশা চালক পরিচয়ে শ্রমিক লীগ, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পুরান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী, কবি নজরুল কলেজ ও যাত্রাবাড়ির ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল।

এদিকে বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের কঠোর সমালোচনা করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, চট্টগ্রামে মঙ্গলবার একজন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা একটি সংগঠনের অভ্যুদয় দেখছি খুব অল্প কিছুদিন ধরে। এই সংগঠনটি কীভাবে তৈরি করা হলো? কে কে এর নেতৃত্বে আছে? মঙ্গলবার কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই সংগঠনের নেতাদেরকে, এরা সবাই যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক সেজে এই সংগঠনটির মধ্যে ঢুকে সারাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের একজন নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এই কারণে ভারত থেকে তার মুক্তির দাবি করা হয়েছে।ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে মুক্তি দাবি করা হয়েছে। এগুলো কীসের আলামত?

## জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালাস

বলেন, এ মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে। তারপরও আপিল শুনানি কেন! আমরা বলেছি, তিনি (খালেদা জিয়া) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাষ্ট্রপতি মওকুফ করেছেন।

সেখানে ক্ষমার কথা আছে। খালেদা জিয়া ক্ষমার প্রতি বিশ্বাসী নন। তিনি অপরাধ করেননি। তিনি ক্ষমাও চাননি। তাই এটি আইনিভাবে মোকাবিলা করতে আইনজীবীদের নির্দেশ দেন।

২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের সাত নম্বর কক্ষে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আখতারুজ্জামান (বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি) জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

একইসঙ্গে তাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সাজা হয় মামলার অন্য তিন আসামিরও।

দণ্ডপ্রাপ্ত অন্য তিন আসামি হলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী (প্রয়াত), হারিছ চৌধুরীর তৎকালীন একান্ত সচিব জিয়াউল ইসলাম মুন্না এবং অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার একান্ত সচিব মনিরুল ইসলাম খান। সে সময় হারিছ চৌধুরী পলাতক হন। বাকি আসামিরা হাইকোর্টে আপিল করেন।

২০১০ সালের ৮ আগস্ট তেজগাঁও থানায় জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলা করা হয়। ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে তিন কোটি ১৫ লাখ ৪৩ হাজার টাকা লেনদেনের অভিযোগে মামলাটি করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তদন্ত শেষে ২০১২ সালে খালেদা জিয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় দুদক।

২০১৪ সালের ১৯ মার্চ খালেদাসহ চার আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলে দুদকের পক্ষে এ মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে ২০১৮ সালের ১৯ অক্টোবর রায় ঘোষণা করা হয়।

## অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দুই সমন্বয়ক

রাস্তার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লোহাগাড়া থানার দায়িত্বরত সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আলিম দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় একটি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। জিডির প্রক্রিয়া চলছে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানাতে পারেননি এএসআই আলিম।

হাসনাতদের গাড়ি বহরে থাকা আহমদ উল্লাহ সাকিব নামে এক শিক্ষার্থী জানান, শহীদ এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ ভাইয়ের কবর জেয়ারত করে ফেরার পথে আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চট্রগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি ইউনিয়নের হাজী রাস্তার মোড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলমের গাড়ি বহরে ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যা চেষ্টা করা হয়। আমরা বাইক নিয়ে আটকানোর চেষ্টা করলে, আমাদেরকেও চাপা দেয়।

## অন্তর্বর্তী সরকার প্রণীত আইনের খসড়া পরীক্ষা করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সরকার গঠনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত পাঠানো হয়।

সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী, আইন প্রণয়নের যে কোনও উদ্যোগ মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদের সভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া যাচাই বাছাই সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

## ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করলো

যোগাযোগ করেছে।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর মতে, রাশিয়ার ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা (এফএসবি) ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে তার নথিতে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগ এনেছে।

দেশটির টেলিভিশন চ্যানেলের বুলেটিনে কূটনীতিকের ছবি দেখানো হয়েছে উল্লেখ করে সংবাদ সংস্থাগুলো আরো জানিয়েছে, তিনি আগস্টে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কার হওয়া ছয় ব্রিটিশ কূটনীতিকের একজনের জায়গায় নিয়োগ পেয়েছিলেন।

বিবিসির তথ্য অনুসারে, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপটে এ ঘটনা ঘটল। গত সপ্তাহে জানা যায়, ব্রিটেন প্রথমবারের মতো ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে তাদের সরবরাহকৃত স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই পদক্ষেপ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে মার্কিন সরবরাহকৃত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা উল্লেখ করে ইউক্রেনের দিনিপ্রো শহরে গত বৃহস্পতিবার একটি নতুন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কূটনীতিকদের বহিষ্কার একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই বছর শুরুতে ব্রিটিশ কূটনীতিক ক্যাপ্টেন অ্যাড্রিয়ান কোগহিলকে রাশিয়া ছাড়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল। তার কয়েক দিন আগে লন্ডনে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সংযুক্তি কর্মকর্তাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়।

## সিলেটে আমেরিকান কর্নার উদ্বোধন

এই উদ্বোধন বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাস ও স্থানীয় অংশীদারদের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রদর্শন করার পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রচারে তাদের যৌথ প্রয়াসের ওপর জোর দেয়।

যারা শিখতে ও নিজেদের জনগোষ্ঠীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চায়, নতুন প্রতিষ্ঠিত সিলেটের আমেরিকান কর্নারটি তাদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করবে আর এটিই এ কর্নারের লক্ষ্য।

বাংলাদেশী ও আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তারা, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয়রা শেখার ও অন্বেষণের জন্য এই প্রাণবন্ত আমেরিকান শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন উদযাপন করতে একত্রিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সেলর বলেন, 'সিলেটে আমেরিকান কর্নারের উদ্বোধন করতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। এটি এমন এক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে- যা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে সংযোগ বাড়াবে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় জড়িত থাকার স্থায়ী সুযোগ তৈরি করবে।' তিনি বলেন, 'এই আমেরিকান স্পেস স্থানীয় যুবক, শিক্ষার্থি ও তরুণ নেতাদের সাথে আমাদের সংযোগ শক্তিশালী করবে।'

আমেরিকান কর্নারগুলো একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের অংশ- যা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় পরিচালিত সাংস্কৃতিক ও তথ্যকেন্দ্র। কেন্দ্রগুলো বিনামূল্যে এবং উন্মুক্ত তথ্য সম্পদ প্রদান, আমেরিকায় পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি এবং ইংরেজি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বৃত্তি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।

এটি ইউএস এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের সাবেক ছাত্রদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোঝাপরা বৃদ্ধি করে- এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অভিন্ন স্বার্থে তরুণ নেতাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করছে।

## আ.লীগকে রাজনীতি করতে দেওয়ার

দিয়েছেন ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ। উত্তরদাতাদের ৪ দশমিক ৯ শতাংশ এ ব্যাপারে জানেন না বলেছেন আর ২ দশমিক ৬ শতাংশ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি।

অন্য উত্তরদাতাদের তুলনায় ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী তরুণ উত্তরদাতারা (৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ) আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের পক্ষে বেশি সংখ্যায় মত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ৩৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী উত্তরদাতাদের ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের পক্ষে।

তরুণ উত্তরদাতাদের (১৮ থেকে ৩৪) ৫৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৩৫ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী ৬০ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা আওয়ামী লীগকে রাজনীতি চালিয়ে যেতে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২ দশমিক ২ ও পুরুষদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ উত্তরদাতা চান আওয়ামী লীগকে রাজনীতি চালিয়ে যেতে দেয়া হোক। আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন গ্রামীণ উত্তরদাতাদের ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ ও শহরের উত্তরদাতাদের ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে থেকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন তরুণ উত্তরদাতাদের (১৮ থেকে ৩৪) ৩৯ দশমিক ৯ এবং ৩৫ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী উত্তরদাতাদের ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ। শহরের উত্তরদাতাদের ৩৮ দশমিক ২ এবং গ্রামীণ উত্তরদাতাদের ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ দেখতে চান। নারীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ চান ৩৮ দশমিক ৭ ও পুরুষদের মধ্যে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

## ভারতে গুলি করে ৩ মুসলিমকে হত্যা

সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান তিনজন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ৩০ জন পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মসজিদকে ঘিরে অনেকদিন ধরেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় অনেকের দাবি, মধ্যযুগে হিন্দু মন্দির ছিল এখানে। সেখানে মসজিদ তৈরি করেন সম্রাট বাবর। এই বিষয় নিয়ে আদালতে একটি মামলা চলছে। সেই মামলার অংশ হিসেবেই জরিপ করতে যায় দলটি।

পুলিশ জানিয়েছে, জরিপ দলটি সকালে কাজ করতে গেলে সেখানে মানুষ জড়ো হতে শুরু করে। প্রায় এক হাজার মানুষ সেখানে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং দলটি প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। কেউ কেউ পুলিশের ওপর পাথর ছুঁড়তেও শুরু করে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি।

জানা গেছে, নিহত তিনজনের নাম নাইম, বিলার ও নোমান। এছাড়া সহিংসতায় আহত হয়েছেন ৩০ জন পুলিশ সদস্যও। মার্কিন ইহুদিদের ৩৭ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরও মসজিদটিতে জরিপ চালিয়েছে জরিপকারী দল। তারা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদটির বিভিন্ন জায়গার ছবি ও ভিডিও ধারণ করে নিয়ে গেছেন। আগামী ২৯ নভেম্বরের মধ্যে আদালতের কাছে জরিপের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

## বিচারপতিকে ডিম ছুড়ে মারলেন

মামলার রায় দেন এই আদালত। সেখানে জিয়াউর রহমান প্রাসঙ্গিক না হলেও রায়ে এই বিচারপতি জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গ টেনে অশালীন মন্তব্য করেন। এ নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল কয়েকদিন ধরে।'

তিনি বলেন, বুধবার হাইকোর্টের এই বিচারক এজলাসে উঠলে কয়েকজন আইনজীবী সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন- আপনি এই চেয়ারে বসে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেছেন। আপনি এখনও যদি ওই চিন্তাভাবনা পোষণ করেন তাহলে আপনার এই চেয়ারে বসার অধিকার নেই।'

এক পর্যায়ে তারা বিচারকের দিকে ডিম ছুড়ে মারেন। ছুড়ে মারা ডিম বিচারপতির আসনের সামনে থাকা ডেস্কে লাগে। এরপর বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম এজলাস থেকে নেমে খাস কামরায় চলে যান।

## ব্রিটেনে কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে মানসিক চাপ

এবং দুই-পঞ্চমাংশ দ্রুতগতিতে কাজ করতে বাধ্য হন। তবে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কর্মী তাদের কাজের গতি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা পান।

প্রতিবেদনের এক লেখক, ইনস্টিটিউট ফর এমপ্লয়মেন্ট স্টাডিজের প্রধান গবেষণা ফেলো জনি গিফোর্ড বলেন, ''বর্তমানে যেসব সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন, সেগুলি হলো দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কাজের তীব্র চাপ এবং কাজের স্বাধীনতার অভাব।"

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্মাণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, খুচরা এবং সেবা খাতে কাজের পরিবেশ সবচেয়ে খারাপ। নার্স এবং শিক্ষকদের অনেক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। এছাড়া, প্রতিবেদনটি আরও জানিয়েছে যে, গত ২৫ বছরে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।

কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নতুন শ্রম আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি সতর্ক করে বলেছে যে কঠোর নিয়ম-নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর বৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন মজুরি বৃদ্ধির ফলে কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে এবং অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে।

২০২১ সালের ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রায় সব সূচকে যুক্তরাজ্যের কর্মীরা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। প্রায় অর্ধেক কর্মী বলেছেন, তারা কাজের কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

নতুন লেবার সরকার কর্মক্ষেত্রের মানোন্নয়নে কঠোর নিয়ম চালুর পরিকল্পনা করছে। তবে এর ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

## কেইটরিং সার্কেলের বার্ষিক সাধারণ

হেলাল মালিক ও লাইফ মেম্বার জসিম হুসাইনের উপস্থাপনায় আলোচনা পর্বে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ব্রান্ড ডিরেক্টর তৌহিদ শাকীল, এক্সিকিউটিভ মেম্বার আলতাফ হুসাইন, তোফাজ্জল মিয়া, ফরহাদ হুসাইন টিপু, রুহুল শামসুদ্দিন ও তোরিস আলীসহ আরও অনেকে। আলোচনায় লাইফ মেম্বার ও এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা রেস্টুরেন্ট শিল্পের উন্নতি এবং উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে মতবিনিময় করেন। এজিএমের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য "৭ম বিজনেস কনফারেন্স গালা ডিনার অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস"-এর ঘোষণা। এই ইভেন্টে ২০২৪ সালের "দ্য রেস্টুরেন্ট ট্যালেন্ট শো সিজন ৮"-এর বিজয়ীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

লাইফ মেম্বাররা শিল্পের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রযুক্তির অগ্রগতি, মেনু উন্নয়ন, এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি। এ ছাড়াও আলোচনায় সৃজনশীল সমাধান ও কৌশলগত চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাবসায়ীরা জানান মার্কেট বিশ্লেষণ করে কেইটরিং সার্কেলের দেওয়া ইনোভেটিব আইডিয়া কাজে লাগিয়ে ব্যাবসায় বেশ উপকার পেয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সময় সম্পন্ন নানা আয়োজন ব্যাবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করছে বলে জানান কেইটরিং সার্কেল বিজয়ীরা।

কেইটরিং সার্কেল এজিএমে লাইফ মেম্বারদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি, যেমন ঘঋঈ ডিজিটাল কার্ড, প্রবর্তন করা হয়। এই প্রযুক্তি নেটওয়ার্কিং এবং ব্র্যান্ড প্রমোশনে বিশেষ সহায়ক।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান বার্তা ছিল ঐক্য, উদ্ভাবন এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ। কেইটরিং সার্কেল রেস্টুরেন্ট শিল্পের পেশাদারদের একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলার এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্পাদকদের জন্য নোটস:

❑ কেইটরিং সার্কেল রেস্টুরেন্ট শিল্পকে নানামুখী উন্নয়ন সহায়তা এবং ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত একটি গতিশীল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। এটি নেটওয়ার্কিং, লাইভ টিভি শো এবং পুরস্কারের মাধ্যমে পেশাদার উন্নয়ন এবং জ্ঞান ও তথ্য বিনিময়ের জন্য কাজ করে।

❑ প্ল্যাটফর্ম-এর রিয়েলিটি টিভি সিরিজ, দ্য রেস্টুরেন্ট ট্যালেন্ট শো এবং দ্য রেস্টুরেন্ট স্টার শো, উদীয়মান তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতিভা তুলে ধরে।

❑ "৭ম বিজনেস কনফারেন্স গালা ডিনার অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস"-এ বরাবরের মতো রেস্টুরেন্ট শিল্পের তরুব ব্যবসায়ীদের সাফল্যের স্বীকৃতির পাশাপাশি এমপি, লর্ড ও ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সঙ্গে প্যানেল আলোচনার আয়োজন থাকবে।

❑ NFC ডিজিটাল কার্ড একটি আধুনিক প্রযুক্তি, যা তথ্য সংরক্ষণ ও শেয়ারিং-এ সহায়ক।

যোগাযোগ:
Catering Circle
info@cateringcircle.co.uk
www.cateringcircle.co.uk

## নিজে নিজের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া

অশান্তি কষ্ট ভোগ না করে কীভাবে তাড়াতাড়ি মরে যাবেন । মরে যাওয়ার জন্য তারা নিজেরা চাইবেন । চিকিৎসা বিভাগও তাদেরকে হেল্প করে তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে । এই বিল পাসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । ইতোমধ্যে প্রথমদফা ভোটে এগিয়ে আছে । এখন দ্বিতীয়দফা ভোটের অপেক্ষায় আছে । যদি বিলটি পাস হয়ে যায়, তাহলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ।

তিনি বলেন, বিলটি যদি পাস হয়ে যায় তাহলে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন এমন মানুষ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মারা যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাবেন । অনেক অসুস্থ রোগীর আত্মীয়-স্বজন তাকে এসিস্টেড ডাইং এর মাধ্যমে মেরে ফেলতে পারেন । ডিজএবল বাচ্চাদেরও মারা হতে পারে।

তিনি বলেন, কিছু কিছু দেশে এই আইন রয়েছে, যা ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু ১৮ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যকর করা হচ্ছে । কারণ অনেক শিশু দীর্ঘমেয়াদী রোগে যন্ত্রনাকাতর দিন কাটাচ্ছে । তার স্বজনরা মনে করেন এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাকে মেরে ফেলা ভালো। কম কষ্টে মারা যাবে । তাছাড়া চিকিৎসাধীন ব্যক্তিকে মেরে ফেললে সরকারের অনেক অর্থও বাঁচবে।

তিনি পার্লামেন্টে এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিতে এমপিদের কাছে চিঠি লিখতে কমিউনিটির মানুষের প্রতি আহবান জানান । চিঠিতে আপনার এমপিকে বলুন- আপনি বিলের পক্ষে হ্যা ভোট দেবেন না। এতো বড় একটি জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ভোটে নির্বাচিত এমপিরা যেন পার্লামেন্টে ভোট না দেন।

তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) একটি ঘটনা বললেন । পুর্বের জামানার এক লোক আহত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর আহত হওয়ার আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে নিজের হাতে ছুরি নিয়ে নিজেকে হত্যা করে ফেললো। তো আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে । আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষপ করবো ।

তিনি বলেন, আমরা জানি, জীবনে পরীক্ষা নিরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় । একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ভালোমন্দ পরীক্ষা করে থাকেন । উভয় পরীক্ষায় আমাদের পাস করতে হয়। দুঃখ মসিবত দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে থাকেন । শারিরীক অসুস্থতা হতে পারে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলে আসতে পারে। বড় ধরনের শোক নিজেকে এফেক্ট করতে পারে । আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়ার আগে কোনো অবস্থায় আত্মহত্যা করা, নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়া, অনেক বড় কবিরা গুনাহ। এই কবিরা গুনাহের দিকে না গিয়ে যদি সবর করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা বড় পুরস্কার দেবেন। ঈমানের একটি বড় লক্ষন হলো আল্লাহ তায়ালার কদরের ফায়সালার ওপর সবর করা । কষ্ট হলেও সবরের সাথে সেটা মেনটেইন করা । উন্নতির জন্য, চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করা, কিন্তু এক পর্যায়ে যদি উন্নতি নাও হয়, অবনতির দিকে যায়, এরপরও, নিজে নিজের জীবনকে শেষ করার কোনো উদ্যোগ নেবো না । এটাই হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার তাকদীরের ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

## ব্যারিষ্টার নাজির আহমদের আইন

আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন বছর। পঁচিশ বছর আগে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে বার-এট-ল পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের শীর্ষে অবস্থান করে বিশ্বখ্যাত অনারেবল সোসাইটি অব লিংকন্স ইন্ থেকে ব্যারিস্টার হই। ব্যারিস্টার হবার পর বিগত পঁচিশ বছর ধরে এই সমাজে আইনি সেবা দিয়ে যাচ্ছি। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শত শত মানুষের জীবণের মোড় ঘুরাতে এবং হাজার হাজার মানুষের অধিকার পেতে ও রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। সিকি শতাব্দির আইনি ক্যারিয়ারে সাদাকে সাদা বলার চেষ্টা করেছি, কালোকে কালো। কোন মামলার মেরিট যা তাই বলেছি - বাড়িয়ে বলিনি, কমিয়েও বলিনি। এর বিনিময়ে পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অভাবিত সম্মান, স্নেহ ও ভালবাসা। আইন পেশায় সব সময় নিজের বিবেক, সততা, অধ্যবসায়, কমিটমেন্ট ও ডিটারমিনেশন ছিল আমার চলার পথের পাথেয়। আমার দীর্ঘ আইনি পেশায় আমার সততা ও যোগ্যতার ব্যাপারে একটি অভিযোগ তথা কমপ্লেইন কখনও আসেনি বা পাইনি।

তিনি আরও বলেন, আমার জন্ম আফ্রিকায় হতে পারতো, হতে পারতো কেনারি আইল্যান্ড অব ডমিনিকাতে! কিন্তু মহান প্রভূ আমার জন্মস্থান বাছাই করেছেন বাংলাদেশে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই অনুভূতি থেকে আমার আইনি ক্যারিয়ারের ২৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে সিদ্ধান্ত নিয়েছি "Inspire a Million" নামে একটি প্রজেক্ট ও চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করবো। আমার ব্যক্তিগত আয়ের একটি অংশের অর্থায়নে চালু হওয়া এই চ্যারিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত এক মিলিয়ন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবো। এটির কাজ হবে বহুমূখী: অসহায় ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করা; সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দেয়া; টেলেন্ট হান্ট করে মেন্টরিং করা; এতিমদের আকাশ ছুঁয়ার স্বপ্ন দেখানো; গরীব ও মেধাবীদের বৃত্তি দেয়া; স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইন্সপায়ার ও মোটিভেট করার ইনিশিয়েটিভ নেয়া ইত্যাদি।

সুদীর্ঘ আইন পেশায় বহুমুখী কার্যক্রমের প্রসঙ্গ টেনে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের প্রচন্ড ব্যস্ত আইনি ক্যারিয়ারে বহুমুখী কমিউনিটি ও সমাজ সেবায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। হাজার হাজার ঘন্টা খরচ করে বৃটেন থেকে সম্প্রচারিত হওয়া একাধিক টিভি চ্যানেলে ফ্রি লিগ্যাল এডভাইস দিয়েছি। কোনো চ্যানেলে নিজে এজন্য একটি টাকাও দেইনি অথবা কোন চ্যানেল থেকে একটি টাকাও নেইনি। এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে "ফ্রি লিগ্যাল সার্ভিস টু দ্য কমিউনিটি এন্ড সোসাইটি"। বৃটেন থেকে প্রকাশিত একমাত্র ব্রডশীট পেপার "সাপ্তাহিক পত্রিকা"তে দু'দশক আগে টানা তিন বছর প্রশ্নোত্তরের আদলে "লিগ্যাল এডভাইস" কলামে আইনি পরামর্শ দিয়েছি। তখন বাংলা ইলেকট্রনিক কোন মিডিয়া বিলেতে ছিল না। আইনি বিষয় ছাড়াও গণমাধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছি - কথা বলি, বিশ্লেষণ করি নিরপেক্ষভাবে ও বিবেক থেকে। কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুতে যথাসাধ্য সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত কমিউনিটি ও সমাজের ৬০টির উপরে সংগঠন ও চ্যারিটির নির্বাচন পরিচালনা করেছি নির্বাচন কমিশনার বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে। এগুলো করেছি কমিউনিটি ও সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে যে কমিউনিটি ও সমাজ থেকে আমি উঠে এসেছি।

লেখালেখি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লিগ্যাল প্র্যাকটিস ছিল আমার পেশা। কিন্তু লেখালেখি বলা যায় আমার নেশা বা পেশন। প্রচন্ড প্রফেশনাল ব্যস্ততার মধ্যেও বৃটেনের একাধিক পত্রিকায় বহু বছর নিয়মিতভাবে বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখেছি। গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশের প্রথম সারির এক প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিকে অনেকটা নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছি। আমার লেখালেখির বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক বিষয়, আইন ও সংবিধান। এ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজীতে আমার সাতটি বই বের হয়েছে। আরো কয়েকটির পান্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে।

ভারসাম্যপূর্ন জীবণ পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, আজ জীবনের একটি বাঁকে দাঁড়িয়ে আছি। গত ফেব্রুয়ারীতে আমি ৫৩ বছরে পা রেখেছি। জীবনের ২৮টি বসন্ত গেছে আমার পড়াশুনায়। এরপর ২৫টি বসন্ত গেছে আইন পেশায়। পেশাতে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকার পরও কমিউনিটি ওয়ার্ক, লেখালেখি, পরিবারে সময় দেয়া, ইলেকট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ায় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। এগুলো সম্ভব হয়েছে ছোটবেলা থেকে রুটিনমাফিক ও ভারসাম্যপূর্ন জীবণ পরিচালনায় অভ্যস্ত থাকায়।

বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ পূনর্গঠনে কাজ করার প্রত্যয় ঘোষনা করে ব্যরিস্টার নাজির আহমদ বলেন, আজীবন কেউ বেঁচে থাকবে না। বরং মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মধ্যে। জীবনের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করছি বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু কাজ করার। গত তিন বছর প্রতি বছর টানা এক মাস করে দেশে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার মানুষের সাথে মিশে উপলব্ধি করেছি যে সেখানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। ব্রিটেনে আইন বিষয়ে একাধিক সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে আইনজীবী হিসেবে কোয়ালিফাইড হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করার পর অসংখ্য মানুষকে আইনী সহায়তা প্রদান করে অসংখ্য মানুষের ভালবাসা অর্জন করার পরেও আমার জন্মভূমি বাংলাদেশে আমার ব্রিটেনে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশ মাতৃকার সেবার মানষে আমি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টেও এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছি এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য হয়েছি দেড় যুগ আগে। এ উপলক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট পর্যন্ত হওয়া জন্য আমাকে সাত বার দেশে যেতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্রয়োজনে আমি বিশ্বের ৬০টি দেশ ইতিমধ্যে সফর করেছি। আমার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জন্মভূমি বাংলাদেশের সামান্য উপকারও যদি হয় এ উদ্দেশ্যে আমি প্রতি বছরের ন ্যায় এ বছরও গত মে ও সেপ্টেম্বর মাসে মাসব্যাপী বাংলাদেশ সফরের সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতিসহ প্রায় এক ডজন মাননীয় বিচারপতি এবং জাতীয় দৈনিকের স্বনামধন্য সম্পাদক, ভিসি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখতে পারেন এমন অসংখ্য মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি ও মতবিনিময় করেছি। বাংলাদেশের আর্ত-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার অপূরন্ত সুযোগ আছে।

"মিট দ্য প্রেস" অনুষ্টানে বৃটেনে প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা আমিন চৌধুরীর প্রানবন্ত উপস্থাপনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সাইফুউদ্দিন খালেদ, বৃটেনের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের (এমসিবি) সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী এমবিই ডিএল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বৃটিশ বাংলাদেশ চ্যাম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টির (বিবিসিসিআই) সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক শাহগীর বখত ফারুক, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ারপারসন ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান এবং লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ।

## জাতীয় ঐক্যের আহবান বিএনপি'র

উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, চলমান পরিস্থিতিতে সবাইকে শান্ত থাকার আহবান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এছাড়া বিএনপির জাতীয় ঐক্যের আহবানের বিষয়ে একমত পোষন করেছেন তিনি। বৈঠকে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

## ব্রিটেনে ভয়াবহ ঝড়ে পাঁচজনের মৃত্যু

নিম্নাঞ্চল। এতে বেশকিছু গাড়ি পানিতে ভাসতে দেখা গেছে। ঝড়ে সৃষ্ট বিপর্যয়ের নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে ছড়িয়ে পড়া নানা ভিডিওতে। কোথাও উদ্ধারকারীদের গভীর পানিতে নেমে পোষা প্রাণীদের উদ্ধার করতে দেখা গেছে। কোথাও আবার বাসিন্দাদের বালতি নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে পানি বের করতে দেখা গেছে। এতে বলা হয়, ঝড়ের সময় ব্রিটেনজুড়ে একাধিক স্থানে প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের উইনচেস্টারে গাড়ির উপরে গাছ ভেঙে মারা গিয়েছেন ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। নর্দাম্পটনশায়ারে দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়েছে আরও একজনের। অন্যদিকে পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে ৩৪ বছরের এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন গাড়ির ধাক্কায়। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা পিএ মিডিয়া আরও জানিয়েছে যে, গত কয়েকদিন ধরে যুক্তরাজ্যে ঝড়ের আঘাতে আরও দুজন নিহত হয়েছেন। তবে সবকটি দুর্ঘটনার সঙ্গে ঝড়ের সরাসরি যোগ আছে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। বৃষ্টির প্রকোপে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে প্রায় তিনশো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। গোটা ব্রিটেনে বাতিল হয়েছে প্রায় ১২০০ ফ্লাইট। এছাড়া লন্ডন ও ওয়েলসের মধ্যে বহু ট্রেনের শিডিউল পরিবর্তন করা হয়েছ। এক্টোর থেকে ওকেহাম্পচন ও বার্নস্টেপলের মধ্যবর্তী ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ইউরোপের আবহাওয়া দপ্তরগুলো থেকে প্রাপ্ত ৫৩টি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পাশাপাশি মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব ইংল্যান্ড এভং উত্তর আয়ারল্যান্ড ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডে ভারী বাতাস বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। স্কটিশ এবং সাউদার্ন ইলেকট্রিসিটি নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইট অনুসারে, সপ্তাহান্তে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার তার এক্সে পোস্টে লিখেছেন,'জরুরী পরিষেবাগুলিকে ধন্যবাদ যারা মানুষকে রক্ষা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আমরা তাদের পাশে রয়েছি।' বার্টের সাথে যুক্ত ঠান্ডা বাতাস পশ্চিম ইউরোপের কিছু অংশকে প্রভাবিত করতে পারে।

## মিয়ানমার জান্তাকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা

জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসিতে আবেদন করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা এইচআরডব্লিউ জানায়, আদালতটির কৌসুলি করিম খান এ আবেদন করেছেন।

গত সোমবার তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন করিম খান। বুধবার এইচআরডব্লিউর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে ২০১৬-১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার জবাবদিহির পথ উন্মুক্ত হয়। পরোয়ানা জারির আবেদনের ক্ষেত্রে করিম খানের অভিযোগ, মিয়ানমারে ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন ও বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতকরণের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং ২০২১ সালে মিয়ানমারে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সু চি সরকারের পতন ঘটান। তখন থেকে তিনি দেশটির প্রশাসনিক কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এইচআরডব্লিউর জ্যেষ্ঠ আন্তর্জাতিক বিচারবিষয়ক উপদেষ্টা মারিয়া এলিনা ভিগনলি বলেন, আইসিসির কৌসুলির এ আবেদন মিয়ানমারের নিপীড়ক সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে। তা হলো তারা আইনের হাতের সীমানার বাইরে নন।

এটা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষকেও একটি বার্তা দেয়। বিচার পাওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের যে লড়াই, তা ভুলে যাওয়া হয়নি বার্তাটি এমন।

আইসিসির কৌসুলি জানান, মিয়ানমারে সশস্ত্র বাহিনী অপরাধ সংঘটন করেছে; তাতে সহায়তা করেছে পুলিশ, বর্ডার গার্ড পুলিশ ও রোহিঙ্গা ননু এমন বেসামরিক মানুষ। জান্তাপ্রধানের বিরুদ্ধে আইসিসিতে এটা প্রথম আবেদন। এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন করিম খান। এরই মধ্যে সে পরোয়ানা জারি হয়েছে।

# কোরআন ব্যাখ্যাকারীর জন্য আবশ্যক জ্ঞান

আলেমা হাবিবা আক্তার

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর বাণী ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। আল্লাহ কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষের জন্য হেদায়েতের উৎস ও জীবনবিধান ঘোষণা করেছেন। এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে। এ জন্য কোরআন নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দিইনি; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে একত্র করা হবে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৩৮)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৮৯)

**কোরআনের ব্যাখ্যা জানার গুরুত্ব**

মহান আল্লাহ চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা জানতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে।

' (সুরা : সোয়াদ, আয়াত : ২৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?' (সুরা : কামার, আয়াত : ২২)

**সহায়ক জ্ঞানগুলো**

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞানকে আরবি ভাষায় 'উলুমুল কোরআন' বা কোরআন বিজ্ঞান বলা হয়। এটি একটি বিস্তৃত জ্ঞান। যার মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

যার কোনো কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা রাখে। কোনো কোনো মনীষী উলুমুল কোরআনের জন্য সহায়ক জ্ঞানের সংখ্যা শতাধিক বলেছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'আল ইতকান ফি উলুমিল কোরআন' গ্রন্থে উলুমুল কোরআন বা কোরআন বিষয়ক জ্ঞানকে ৮০টি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। নিম্নে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা জানতে অপরিহার্য কয়েকটি জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

**১. আরবি ভাষাসংক্রান্ত জ্ঞান :** আরবি ভাষাসংক্রান্ত জ্ঞানের তিন দিক রয়েছে। তা হলো :

ক. ইলমুল লুগাত : যাতে কোরআনের একক শব্দগুলোর উৎপত্তি ও অর্থগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

খ. ইলমুস সরফ : যাতে শব্দের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করে।

গ. ইলমুন নাহু : যাতে আরবি বাক্যের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

**২. ওহি পরিচয় ও প্রকার :** ওহি হলো

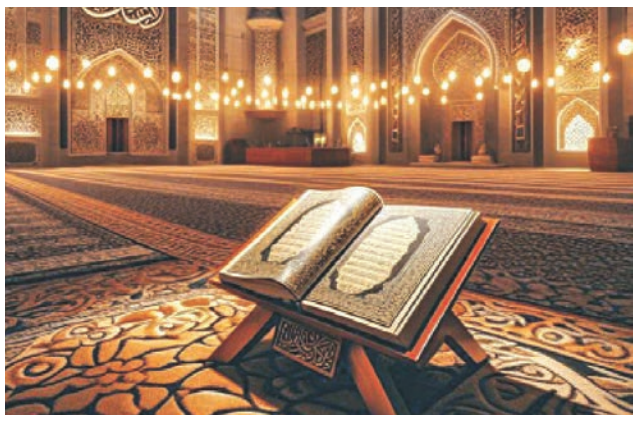

নবী-রাসুলদের প্রতি মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ। পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা জানতে ওহির পরিচয়, প্রকার, মর্যাদা ও নাজিলের পদ্ধতি ইত্যাদি জানা আবশ্যক।

**৩. তারিখুল কোরআন :** তারিখ অর্থ ইতিহাস। তারিখুল কোরআন অর্থ কোরআনের ইতিহাস। যার কোরআন নাজিলের সূচনা ও ধারাক্রমের ইতিহাস জানা, সুরা ও আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুজুল) জানা, কোন সুরা মক্কায় এবং কোন সুরা মদিনায় অবতীর্ণ তা জানা।

**৪. ইলমুত তাফসির :** তাফসির শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। এর অধীনে তাফসির শাস্ত্রের সূচনা, বিকাশ, তাফসির গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**৫. ইলমু উসুলুতিত তাফসির :** অর্থ তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতি। এর অধীনে আল্লাহর রাসুল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী তাফসিরবিদদের প্রণীত তাফসিরের মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**৬. ইজাজুল কোরআন :** ইজাজুল কোরআন অর্থ কোরআনের অলৌকিকত্ব। কোরআনের অলৌকিকতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিভিন্ন আয়াত ও সুরার মর্যাদা ইত্যাদি জানা।

**৭. আহকামুল কোরআন :** আহকাম অর্থ বিধি-বিধান। আহকামুল কোরআন হলো কোরআনের বিধি-বিধান। কোরআন কোন আয়াতে আল্লাহ কোন বিধান বর্ণনা করেছেন, কোন আয়াত থেকে ফকিহরা কোন বিধান উদ্ভাবন করেছেন বিষয়ে জানা।

**৮. তারিখু তাদভিনুল কোরআন :** তাদভিন অর্থ সংকলন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোরআন সংকলনের ইতিহাস এবং তা মুসহাফ প্রস্তুত করার বিস্তারিত বিবরণ।

**৯. ইলমুল কিরাত :** অর্থ কিরাত শাস্ত্র। কিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য পবিত্র কোরআনের পাঠরীতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিয়মগুলো।

**১০. ইলমুত তাজবিদ :** তাজবিদ অর্থ উৎকর্ষসাধন। তাজবিদ মূলত কোরআনের উচ্চারণসংক্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয়। বিশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে শব্দ-বাক্যের অর্থের গভীর সম্পর্ক আছে।

**১১. আদাদি আয়িল কোরআন :** অর্থ হলো কোরআনের আয়াত সংখ্যা বিষয় জ্ঞান। এতে কোরআনের আয়াতগুলোর শুরু ও শেষ নিয়ে এবং আয়াত ও সুরার সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

**১২. আলওয়াকফু ওয়াল ইবতিদা :** শাব্দিক অর্থ বিরতি ও সূচনা। মূলত এতে আয়াত ও আয়াতাংশের কোথায় থামা যাবে, কোথায় থামা যাবে না এবং থামার পর কিভাবে শুরু করবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

**১৩. আল ইশকাল ওয়া জাওয়াবুহু :** কোরআনুল কারিম ও কোরআন সংক্রান্ত জ্ঞানের কোনো বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তি ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়।

**১৪. তাবাকাতুল মুফাসসিরিন :** সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পূর্বসূরি আলেমদের মধ্যে যারা মুফাসসির ছিলেন গ্রহণযোগ্যতার জায়গা থেকে তাদের স্তরগুলো জানা। তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো জানা।

**১৫. ইলমুন নাসখ :** নাসখ অর্থ রহিতকরণ। এই শাস্ত্রে কোরআনের আয়াতগুলোর ভেতর কোনটির তিলাওয়াত বা বিধান অথবা উভয়টি রহিত করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

**১৬. ইলমুল কাসাস :** কাসাস অর্থ ঘটনাগুলো। কোরআনে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো নিয়ে যে শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

**১৭. ইলমু উসুলিদ দিন :** দ্বিনের মূলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান। কোরআন ও হাদিসের আলোকে পূর্বসূরি আলেমরা যেসব বিষয়কে ইসলামের মূলনীতি ঘোষণা করেছেন তা সম্পর্কে জানা।

**১৮. উসুলুল ফিকহ :** ফিকহ হলো ইসলামী আইনশাস্ত্র। আর উসুলুল ফিকহ হলো ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো। এসব মূলনীতির আলোকেই ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণীত।

**১৯. ইলমুল হাদিস :** হাদিস হলো কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তাই হাদিস ও তার সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া তাফসির জানা ও করা সম্ভব নয়।

**২০. অলংকার শাস্ত্র :** কোরআনের শব্দ-বাক্য উচ্চতর অলংকারসমৃদ্ধ। তাই কোরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে আরবি অলংকার শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

আল্লাহ সবাইকে কোরআনের জ্ঞান অর্জন ও তা প্রসারের তাওফিক দিন। আমিন।

# আয়াতুল কুরসি কখন পড়বেন

**পোস্ট ডেস্ক :** পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতটি 'আয়াতুল কুরসি' নামে পরিচিত। আয়াত অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। কুরসি শব্দের অর্থ চেয়ার বা আসন। আয়াতে ব্যবহৃত কুরসি শব্দ থেকে আয়াতটির নামকরণ করা হয়েছে।

হাদিসে প্রতি ফরজ নামাজের পর তা পড়ার কথা এসেছে। আয়াতুল কুরসি হলো :

ُيَحْلِا وَهُ اَّلِإ هَلِإ اَلِ هُّلِلا
اَلِو ةَنِسْ هُذُخْأَت اَلِ مٌوُيَقْلِا
اَمَو تاَوَامَّسلِا يِف اَمَ هُلِ مْوَن
يِذَّلِا اَذ نَم ضِرْلِا يِف
هِنْذِإِب اَّلِإ هُدَنِع عُفْشَي
اَمَّوَ مْهَدَيْاَ نَيْبَ اَمِ مُلَعْي
ءْيَشِبِ نَوطِيحُي اَلِو مْهَفْلَخ
ءٍاَشَ اَمِبِ اَّلِإ مِلْعِ نْمِ
ضِرْلِاَو تاَوَامَّسلِا هُيَسُرْك
وَهُو اَمَهُظْفِح هُدُوَئَي اَلِو
مُيِظَعْلِا يُلَعْلِا

**উচ্চারণ :** 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইয়ুম, লা তাখুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান জাল্লাজি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লাহ বিইজনিহি, ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহিতুনা বিশাইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিআ কুরসিইউহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়ালা ইয়াইউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইউল আজিম।'

**আয়াতুল কুরসির অর্থ :** 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

তাঁর 'কুরসি' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৫)

হাদিসে আয়াতুল কুরসি পাঠের একাধিক উপকারের কথা এসেছে। যেমনড়

> আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত

**১. মৃত্যুর পর জান্নাত :** আবু উমামা আল বাহিলি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশে মৃত্যুর ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৯৯২৮)

**২. কোরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত :** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি জিনিসের একটি চূড়া থাকে। কোরআনের চূড়া সুরা বাকারা। তাতে এমন একটি আয়াত আছে, যা কোরআনের অন্য আয়াতের 'নেতা'। সেটা হলো আয়াতুল কুরসি।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩১১৯)

**৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা :** আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন প্রহরী থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার কাছে আসবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৩১১)

# রাস্তায় চলাচলে মহানবী (সা.) যেসব বিষয়ে সতর্ক করেছেন

রাস্তা হলো মানুষ ও যানবাহন চলাচলের জন্য। বড় রাস্তায় তো যানবাহন চলাচল করে। গ্রাম-মহল্লার ছোট রাস্তার মোড়ে অনেক সময় মানুষ দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। গল্পগুজবে মেতে ওঠে।

এতে সাধারণ পথচারীদের অসুবিধা বা কষ্ট হয়। অন্যকে কষ্ট দেওয়া মুমিনের গুণ নয়। যদি রাস্তায় বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করা জরুরি। রাস্তার হক কী কী নিম্নে তা প্রদত্ত হলোড় মুসলিম শরিফে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পথে বৈঠক করা থেকে সাবধান থাকো।

তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! রাস্তায় বসা ব্যতীত আমাদের উপায় নেই। সেখানে আমরা আলাপচারিতায় থাকি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিতান্তই যদি তোমাদের বসতেই হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা প্রশ্ন করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বলেনড়

১. দৃষ্টি নিচু রাখা।

এতে চোখের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। (সুরা : নূর, আয়াত : ৩০)

২. কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা কিংবা কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তায় ফেলে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক অপরাধ।

৩. সালামের জবাব দেওয়া।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুলকে আমি বলতে শুনেছি যে এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সালামের জবাব দেওয়া। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৪০)

৪. সৎকাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে তোমারই সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

## সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

| তারিখ | ফজর | সুর্যদ্বয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯.১১.২৪ শুক্রবার | 6:17 | 7:39 | 01:00 | 2:10 | 4:06 | 7:30 |
| ৩০.১১.২৪ শনিবার | 6:18 | 7:40 | 12:45 | 2:09 | 4:05 | 7:30 |
| ০১.১২.২৪ রবিবার | 6:20 | 7:42 | 12:45 | 2:09 | 4:05 | 7:30 |
| ০২.১২.২৪ সোমবার | 6:21 | 7:43 | 12:45 | 2:08 | 4:04 | 7:30 |
| ০৩.১২.২৪ মঙ্গলবার | 6:22 | 7:44 | 12:45 | 2:08 | 4:03 | 7:30 |
| ০৪.১২.২৪ বুধবার | 6:24 | 7:46 | 12:45 | 2:07 | 4:03 | 7:30 |
| ০৫.১২.২৪ বৃহস্পতিবার | 6:25 | 7:47 | 12:45 | 2:07 | 4:02 | 7:30 |

*নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

# লিভারপুলের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ভিনিসিয়ুস

**পোস্ট ডেস্ক :** লিভারপুলের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়রকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ। বাঁ উরুর পেশিতে চোট ধরা পড়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে। ভিনিসিয়ুসের চোটের ব্যাপারটি জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এক বিবৃতিতে রিয়াল জানিয়েছে, আমাদের মেডিকেল দলের পরীক্ষায় মঙ্গলবার ভিনিসিয়ুসের বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিং চোট ধরা পড়েছে। তবে সেরে উঠতে কত সময় লাগবে এই সম্পর্কে কিছু জানায়নি ক্লাব।

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ভিনিসিয়ুসকে। এই শঙ্কা যদি সত্য হয়, চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের পাশাপাশি পরবর্তী ম্যাচে আগামী ১০ ডিসেম্বর আটালান্টার বিপক্ষেও মাঠে নামতে পারবেন না ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার।

গত সোমবার রাতে লা লিগায় লেগানেসের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয় পায় রিয়াল। ম্যাচে পুরো সময় খেলেছেন ভিনিসিয়ুস। গোলে সহায়তাও করেছেন। এক মাস মাঠের বাইরে থাকলে চ্যাম্পিয়নস লিগের পাশাপাশি লা লিগায়ও তিন-চারটি ম্যাচ মিস করতে পারেন ভিনিসিয়ুস।

১ ডিসেম্বর হেতাফে, ৫ ডিসেম্বর আথলেতিক বিলবাও, ৮ ডিসেম্বর জিরোনা ও ১৫ ডিসেম্বর রায়ো ভায়োকানোর মাঠে খেলতে যাবে রিয়াল।

চলতি মৌসুমে দারুণ ছন্দে আছেন ভিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে চার ম্যাচে করেছেন ৪ গোল। লা লিগায় ১৩ ম্যাচে করেছেন ৮ গোল।

# রিয়াল-বার্সা ম্যাচে ফুটবলারদের দিকে বর্ণবাদী মন্তব্য, আটক ৩

**পোস্ট ডেস্ক :** আবারো লা লিগায় বর্ণবাদী আক্রমণের জন্য আটক হলেন দর্শক। রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে বার্সেলোনার দুই ফুটবলার বর্ণবাদী মন্তব্যের শিকার হওয়ার পর লা লিগার ৩ দর্শককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত অক্টোবরের ওই ঘটনার এতদিন তদন্ত চলছিল। অবশেষে অপরাধী চিহ্নিত হওয়ার পর মামলার সিদ্ধান্ত হয় এবং শনিবার গ্রেপ্তার হন অভিযুক্তরা।

স্পেনের ফুটবলে দর্শকদের বর্ণবাদী আচরণ যেন থামছেই না। রিয়ালের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়রকে উদ্দেশ্য করে বর্ণবাদী আচরণ করায় গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজনকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। ২৭শে অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হয় বার্সেলোনা এবং ৪-০ গোলে হারায় স্বাগতিকদের। ওই ম্যাচেই লামিন ইয়ামাল ও বার্সেলোনার আরেকজন খেলোয়াড়ের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ ওঠে। স্পেনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের ওই লড়াইয়ে একটি গোল করেন ইয়ামাল; তার বাবা মরক্কান ও মা ইকুয়েটেরিয়াল গিনির। ফলে তিনি গোল করার পর আনন্দ উদ্‌যাপনের সময় বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হন তিনি। এই ঘটনার পর স্প্যানিশ সুপ্রিম স্পোর্টস কাউন্সিল (সিএসডি) ও লা লিগা এই ঘটনার নিন্দা জানায় এবং অপরাধীদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করে রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) জানায়, স্টেডিয়ামে বর্ণবাদী আচরণ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে তারা 'জিরো টলারেন্স নীতি' অনুসরণ করছে। এমন আচরণকে 'সামাজিক বিপর্যয়' মনে করছে তারা। বর্ণবাদী আচরণ বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে স্টেডিয়াম আংশিক বন্ধসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে আরএফইএফ ও লা লিগা।

# ২৩ কোটি ৭৫ লাখ রূপিতে ফের কলকাতায় ভেঙ্কাটেশ

**পোস্ট ডেস্ক :** সৌদি আরবের জেদ্দায় চলছে আইপিলের মেগা নিলাম। দুই দিনব্যাপী এই নিলামের প্রথম দিন সোমবার। প্রথম দিনে ভেঙ্কাটেশ আইয়ারকে ২৩ কোটি ৭৫ লাখ রূপিতে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

আইয়ারকে পেতে কলকাতার সঙ্গে লড়াইয়ে নামে ব্যাঙ্গালুরু। জমজমাট লড়াই শেষে পর্যন্ত এই অলরাউন্ডারকে তার পুরোনো দল কলকাতা কিনে নেয়। এছাড়া অজি অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোনিয়াসকে ১১ কোটিতে কিনেছে পাঞ্জাব কিংস। আরেক অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকে ৩ কোটি ৪০ লাখ রূপিতে দলে ভিড়িয়েছে লখনউ।

এই নিলামে শ্রেয়াস আইয়ারকে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রূপিতে দলে ভেড়ায় পাঞ্জাব কিংস। যা ছিল আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তবে এই রেকর্ড টিকেনি ৩০ মিনিটও। তার রেকর্ড ভেঙেছেন ঋষভ পন্থ।

ভারতীয় এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে ২৭ কোটি রুপিতে দলে ভিড়িয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। যা আইপিএল ইতিহাসে কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের রেকর্ড। ধারণা করা হচ্ছে, এটাই এবারের আইপিএল নিলামের সর্বোচ্চ দাম হবে।

আইপিএলের দুই দিনব্যাপী মেগা নিলামে উঠবেন ৫৭৭ জন ক্রিকেটার। আজ তোলা হবে মাত্র ৮৪ জনকে। নিলাম থেকে মোট ২০৪ জন ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে ১০টি দল। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০ জন বিদেশি ক্রিকেটার হতে পারেন।

# ১৩ বছর বয়সেই কোটিপতি ভারতীয় ক্রিকেটার

**পোস্ট ডেস্ক :** আইপিএলে নাম তুলেই বিশ্বকে তাক লাগান বৈভব সূর্যবংশী। ১৩ বছর বয়সী কিশোর ক্রিকেটার এবার দলও পেয়েছেন। সেটিও নিজের ভিত্তিমূল্যে নয়, কোটি টাকায় দল পেয়েছেন তিনি। ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ১০ লাখ রুপিতে সূর্যবংশীকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস।

তাকে দলে ভেড়াতে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে 'যুদ্ধ' করতে হয় রাজস্থানকে। শেষ পর্যন্ত তারা জয়ীও হয়। সর্বোচ্চ দামে তাকে দলে নিয়ে। সূর্যবংশীর ভিত্তিমূল্য ছিল ৩০ লাখ রুপি।

মুখায়ব থেকে কৈশোরের ছাপ মুছে না গেলেও বড়দের সঙ্গেই লড়ছেন সূর্যবংশী। ইতিমধ্যে নিজের প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি। ১৩ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে যুব টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি, ৫৮ বলে। তবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড। বিহারের হয়ে ১২ বছর ২৮৪ দিন বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচ খেলে হইচইও ফেলে দিয়েছেন সূর্যবংশী।

# ১০ হাজারের ক্লাবে বাংলাদেশের দ্রুততম মুমিনুল

**পোস্ট ডেস্ক :** অ্যান্টিগা টেস্টে কোনোমতে ফলোঅন এড়িয়েছে বাংলাদেশ। ফলোঅন এড়াতে গিয়ে ফিফটি পেয়েছেন মাত্র দু'জন মুমিনুল হক সৌরভ ও জাকের আলী। দু'জনের কেউই এরপর ইনিংস বড় করতে পারেননি। তবে এই ফিফটিতেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার পূর্ণ করেছেন মুমিনুল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের ব্যাটার হিসেবে এই মাইলফলকে তিনিই দ্রুততম।

বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ করেছেন টাইগারদের সাবেক এই টেস্ট অধিনায়ক। ব্যাটিংয়ে নামার আগে আগে মাইলফলক থেকে ৪৫ রান দূরে ছিলেন তিনি। ৫০ রানের ইনিংস খেলে মুমিনুলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখন রান ১০ হাজার ৫। মুমিনুলের আগে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন বাংলাদেশের দু'জন- তুষার ইমরান আর নাঈম ইসলাম। এর মধ্যে তুষার ১১ হাজারী ক্লাবেরও সদস্য। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার রান ১১ হাজার ৯৭২। নাঈমের রান ১০ হাজার ৮৪৭। প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে ১৫৪তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে দশ হাজার রান করেছিলেন তুষার। নাঈম তুষারের ক্লাবে নাম লিখান ১৬৪ ম্যাচে। সেখানে মুমিনুলের লাগলো ১৫২ ম্যাচ। সেক্ষেত্রে মুমিনুল বাংলাদেশের দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ করলেন। ইনিংসের দিক থেকেও মুমিনুল তাদের চেয়ে এগিয়ে। মুমিনুল প্রয়োজন হয়েছে ২৬৭ ইনিংস। তুষারের লেগেছিল ৩০৭ ও নাঈম করেছিলেন ২৭৮ ইনিংসে। জাতীয় দলের জার্সিতে মুমিনুলের রান ৪ হাজার ৪০১। বাকি ৫ হাজার ৬০৪ রান মুমিনুল করেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। ৩৯.৫ ব্যাটিং গড় তার। রয়েছে ২৯ সেঞ্চুরি ও ৪৬ হাফ সেঞ্চুরি। যার মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে মুমিনুল হকের সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৩। যা বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

# “দক্ষিণ কোরিয়ার দৃষ্টান্ত ও আমাদের উন্নয়ন”

## ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি দিকে যাচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ এবং প্রবাসীগণ কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের ফলে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৫ সালে দেশের মাথা পিছু আয় মাত্র ২৭২ মার্কিন ডলার হলেও ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ছিলো ২,৬৫১ মার্কিন ডলার। ২০২৩ সালে প্রবাসীগনের মাধ্যমে দেশে এসেছে ২১.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তৈরী পোশাক রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ৪৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সন্দেহ নেই পূর্বের তুলনায় জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২ সালের সর্বশেষ তথ্য মতে, বাংলাদেশের ১৮.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছেন। তার মধ্যে অতি দারিদ্রসীমার নীচের বসবাস করছে ৫.৬ শতাংশ মানুষ। দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষন করলে ধারণা করা যায়, দেশে ১৫ লাখ থেকে ১৮ লাখ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষিত বেকার রয়েছেন। শিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত বেকার সমস্যা দেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। দেশীয় উদ্যোক্তাগনের বিনিয়োগ, প্রবাসীগণের বিনিয়োগ অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগ আমাদের জাতীয় উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া। আমাদের দেশের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলোর সম্বন্বয় এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র জনগোষ্টীর উন্নয়ন, বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের লক্ষ্যের দক্ষিণ কোরিয়া, মালোয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের কর্মপরিকল্পনা, কৌশল এবং সেসকল দেশের উন্নয়নের জন্য মূল ফোকাসগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এসকল দেশের কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা ও এর সফল বাস্তবায়নগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কৌশলগুলো ঠিক করতে পারি। আমি দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন, পরিকল্পনা, কৌশল এবং লক্ষ্য অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমাদের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসার প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ডীন ড. মো: মনিরুল ইসলাম দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ড. মো: মনিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক-ইয়ং-সিক সস্ত্রীক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাসের কর্মকর্তা বিক জিন হি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ.এম সারওয়ার উদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য ড. মো: সাজেদুল করিম, এবং কোষাদক্ষ ড. মো: ইসমাইল হোসেনসহ ডীনমহোদয়গণের সাথে সাক্ষাত করেন। পরবর্তীতে ডীন ড. মো: শাহিদুল হক-এর সাথে ডীন অফিসে সাক্ষাতের পর ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগনের উপস্থিতিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে দক্ষিণ-কোরিয়ার ইতিহাস, উন্নয়ন, দরিদ্র দেশ থেকে ধনী ও শিল্পে উন্নত দেশ হবার ক্ষেত্রে কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মানবসম্পদের উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে দক্ষিণ কোরিয়া একটি উন্নত ও ধনী রাষ্ট্র হিসেবে সফলতার সাথে আত্মপ্রকাশ করেছে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে প্রদর্শিত আলোচনায় দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব পার্ক-ইয়ং-সিক একটি দেশ কিভাবে উন্নত হতে পারে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্বল্প সময়ের আলোচনায় উন্নয়নের দিক নির্দেশনা, দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কৌশলগুলো আমাদের জানালেন। রাষ্ট্রদূতের আলোচনায় রয়েছে আমাদের জন্য অনুধাবন ও উপলব্ধির বিষয় এবং রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও পরিকল্পনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা। দক্ষিণ কোরিয়ার আয়তন ১ লাক ২ শত ৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ১৬ লাখ। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দেশটি জাপান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিলো। পরবর্তীতে কোরিয়া উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া “কোরিয়ান যুদ্ধে” লিপ্ত ছিলো। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথা পিছু আয় ছিলো মাত্র ২৯০ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে ৩৪,১২১ মার্কিন ডলার। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর পরিমান ছিলো যথাক্রমে ৪.৯৩ বিলিয়ন ডলার ও ০.৫৬ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর পরিমান ছিলো ৫৫.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও দক্ষিণ কোরিয়ার মোট রপ্তানীর পরিমান ছিলো ৬৩২.২৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান ছিলো যথাক্রমে ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার ও ২৫.০৪ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মোট উৎপাদন প্রায় কাছাকাছি থাকলেও ২০২২ সালে বাংলাদেশের জি.ডি.পি ছিলো ৪৬০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জি.ডি.পি ছিলো ১,৬৬৫,২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, রপ্তানী বৃদ্ধি, কেমিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল শিল্পের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উদ্ধার বাণিজ্যনীতি ইত্যাদির কারণে দক্ষিণ কোরিয়া বিরাট সাফল্য করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানীর দ্রব্যগুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, যন্ত্রপাতি, বয়লার, গাড়ী, প্লাস্টিক ইত্যাদি প্রধান। দক্ষিণ-কোরিয়া পারমানবিক চুল্লী উৎপাদন করে প্রধানত ইতলীতে রপ্তানী করে। এছাড়াও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা ও কৌশলী প্রণয়ন, বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ, সরকারী বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ দেশটির উন্নয়নে অবদান রেখেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশটি এক সময়ে শিল্পখাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মান শিল্প বিকাশ লাভ করেছিলো। ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ১০,৩৭১ জন খনি শ্রমিক এবং ৮,৩৯৫ জন নার্স জার্মানীতে গমন করেছিলেন এবং সঞ্চয় এবং জ্ঞান নিয়ে তারা দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং শিশুদের শিক্ষায় তাদের অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ লাখ দক্ষিণ কোরিয় নাগরিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গমন করেছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো খনি আহরণ ও নির্মাণ শিল্পে উন্নতি করেছিলো। ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্যাগুলোর মধ্যে নিম্ন জন্মহার, বয়স্ক জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি, নিম্নগামী প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি অন্যতম। দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের পেছনে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি, দেশী উদ্যোক্তাগণের ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণের বিভিন্ন শিল্পে প্রচুর বিনিয়োগের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি, সরকারের কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ, উচ্চ শিক্ষিত মেধাবী প্রবাসীগণকে প্রচুর অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়া আনা, মাবসম্পন্ন গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, সরকার ও জনগণের দেশীয় উন্নয়নের প্রবল স্পৃহা ও কার্যকর পরিকল্পনা ও আন্তরিকতা অন্যতম। যে কোন দেশের উন্নয়নে সে দেশের মেধাবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া সে দেশের গবেষক, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি মেধাবী প্রবাসী জনশক্তিকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বেতন বৃদ্দি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলো এবং কোরিয়ায় পুনরায় ফিরে আসা মেধাবী জনবল ফিরে আসা মেধাবী জনবল সামাজিক মর্যাদায় দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাস করছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সাফল্য পর্যালোচনা করে আমরা অনুধাবন করতে পারি দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশের সব মহল থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা), বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি (বেজা), বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের সমন্বিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন এবং বিডা, বেপজা ও বেজা-এর স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহন করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য খাতগুলো সনাক্ত করে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে এবং দেশীয় উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগে আমন্ত্রণ জানানো দরকার। বাংলাদেশের জনগনের নিজ দেশের পণ্য ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করা এবং নিজ দেশের পণ্য ক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করা দরকার। স্থানীয় দ্রব্যের বাজার শক্তিশালী হলে উদ্যোক্তাগণ উৎসাহ পাবেন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে দেশীয় পণ্য কিনে হই ধন্য। দেশীয় বাজার শক্তিশালী করা জন্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও কিছু ক্ষেত্রে কিছু পণ্যের আমদানী বন্ধ অথবা অধিক কর আরোপ করা প্রয়োজন। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য এবং বৈশ্বিক বাজারে টিকে থেকে দেশীয় রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। রেডিমেইড গার্মেন্টেসর পণ্যগুলোর দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রপ্তানী দ্রব্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মোট রপ্তানী আয়ের ৮৫% এসে থাকে রেডিমেইড গার্মেন্টস সেক্টরের মাধ্যমে। দেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, ঔষধ শিল্প, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক দ্রব্য ইত্যাদিতে দেশীও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। রেডিমেইড গার্মেন্টস দ্রব্য রপ্তানীর ৭৫% হচ্ছে সুতি কাপ্য নির্মিত দ্রব্যাদি। সিনথেটিক গার্মেন্টস এর দিকে মনোযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের পন্যের মুল্য বৃদ্ধির জন্য দেশীর শ্রমিকগনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। দেশে আই.টি সেক্টরের বিরাট সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন দেশ যেমন মালোয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি করে উন্নতি লাভ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায়, সরকারসহ সর্ব মহলের আন্তরিক চেষ্টা থাকলে এবং সম্ভাব্য দেশী, বিদেশী ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ প্রদান করতে সক্ষম হলে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সর্ব মহল থেকে সহায়তা করা হলে কেমিক্যাল খাত, ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক খাত, অটোমোবাইল খাত ইত্যাদিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ করানো সম্ভব হলে ক্রমান্বয় বেকারসমস্যা দূর হয়ে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয় ঘটবে। দেশে সময় প্রচুর পরিমানে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন হবে। সুতরাং বেতন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগরী ও ভোকেশন্যাল জ্ঞানসম্পন্ন প্রবাসীগণকে দেশে ফিরিয়ে আনা ও দেশে অবস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশে নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউশন তৈরী করা এবং মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। দক্ষিণ কোরিয়া, মালোয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। তবে আমাদের দেশের জনগন অনেক ক্ষেত্রে মানবিক গুনসম্পন্ন এবং অন্যের উপকারে নিবেদিত প্রান। এটি আমাদের দেশের জনগনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি এবং সর্বপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমরাও আরও এগিয়ে যেতে পারবো আশা করা যায়। সেই প্রত্যাশায় রইল।

**# অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।**

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

# MPs to debate petition calling for another election

**Post Desk :** MPs will debate an online petition calling for a re-run of July's general election, after it garnered over 2.8 million signatures.

A debate has been scheduled in Westminster Hall, a secondary debating chamber where such petitions are discussed, on 6 January.

It has become the third most popular e-petition since 2010, easily surpassing the 100,000 signatures required for a debate to take place.

It will not lead to another election - but was used by Tory leader Kemi Badenoch to taunt Sir Keir Starmer during Prime Minister's Questions.

Badenoch said it showed "two million people asking him to go" after Labour's

first Budget since 2010, as the pair clashed over the government's tax rises.

Sir Keir shrugged off her attack, saying July's election - where Labour won 411 Commons seats and 9.7m votes - had been a "massive petition" in itself.

The petition, started by a West Midlands publican who voted Conservative at July's general election, accuses Labour of reneging on its pre-election promises.

It was set up last week and has since been promoted by Reform UK leader Nigel Farage and tech billionaire Elon Musk.

The Petitions Committee - which was set up in 2015 to review petitions on Parliament's website - has confirmed it will be debated on Monday 6 January.

The debate will be opened by Lib Dem MP Jamie Stone, who chairs the committee, and the government will send a minister to respond.

There will not be a vote at the end of the debate, although the government will have to issue a written response because the petition received over 10,000 signatures.

The petition offered Badenoch a way to attack the government at Prime Minister's Questions, as she faced off with Sir Keir for only the third time since becoming Tory leader earlier this month.

She added that rises to employers' National Insurance (NI) at last month's Budget had prompted calls from business that they would have to cut jobs.

The tax increase was not in Labour's election manifesto, but ministers claim it is needed to fill a "black hole" in the public finances left by the previous government, and raise money for public services.

"There's a petition out there, two million people asking him to go," she told MPs.

"He's the one who doesn't know how things work. It is not government that creates growth, it is business," she added.The PM replied: "She talks about a petition, we had a massive petition on the 4th of July in this country.

"We spent years taking our party from a party of protest to a party of government, they are hurtling in the opposite direction."

Badenoch also challenged the prime minister to repeat a pledge from Chancellor Rachel Reeves not to make further increases to taxes or borrowing after the Budget.

Sir Keir declined to restate the pledge, adding he was "not going to write the next five years of Budgets".

And he accused Badenoch of making "unfunded commitments" by backing extra spending, whilst not saying whether she would reverse the NI hike if she were in government.

The Conservatives, he told MPs, had "nothing to offer except complaints".

Those signing online petitions on Parliament's website are asked to tick a box saying they are a British citizen or UK resident, and provide a postcode.

The most popular e-petition ever came in 2019, when one calling for Brexit to be cancelled received 6.1 million signatures.

Three years earlier, a call for a second Brexit referendum garnered 4.2 million names.

The current petition system replaced one run by the Cabinet Office between 2011 and 2015, which in turn replaced a Downing Street website set up under New Labour in 2006.

Almost 1.8 million people backed a petition on the Downing Street website calling on the Blair government to "scrap the planned vehicle tracking and road pricing policy".

# Bangladesh willing to try former PM Hasina, allies at ICC

**Post Desk:** Chief Adviser Prof Muhammad Yunus yesterday said his government intends to pursue charges of crimes against humanity against the Sheikh Hasina regime at the International Criminal Court for the massacre they committed during the July mass uprising and the cases of enforced disappearances during her 16-year rule.source Asia News Network

He said this while ICC prosecutor Karim A Khan visited him at the State Guest House Jamuna in Dhaka on Wednesday.

In response, Karim A Khan said the ICC would like to extend cooperation to the International Crimes Tribunal. This Bangladesh court is dealing with the cases related to crimes committed during the mass uprising, according to the chief adviser's press wing.

The ICT has already issued an arrest warrant against Sheikh Hasina and members of her political party.

Separately, a senior lawyer of ICC said the international court is ready to assist ICT if requested by Bangladesh.

"The ICC has always said that it is available to assist states in terms of technical support, training, and guidance when requested," said Essa Mbye Faal while responding to a question at a press briefing in Dhaka.

"With this level of cooperation, if

Bangladesh were to seek assistance, the Office would be more than happy to oblige," said the ICC lawyer.

During the talks in the state guest house Jamuna, the chief adviser and the ICC prosecutor also discussed the Rohingya crisis, the situation in Myanmar, and humanitarian efforts for the Rohingyas.

The prosecutor informed the chief adviser that his office has formally sought an arrest warrant against Min Aung Hlaing, the chief of the Myanmar military government, for crimes against humanity regarding the treatment of the Rohingyas.

Karim Khan backed the chief adviser's call to hold a special global conference on the Rohingya crisis which the UN General Assembly has agreed to hold the conference in 2025. He said he hoped a new direction to a sustainable resolution to the crisis would be found at the conference.

The chief adviser said the conference would bring all the international stakeholders to a table to seek a durable solution to the crisis, especially the plight of the Rohingyas and their young children in the camps in Bangladesh.

# Raising Awareness of Doorstep Crime and Scams

By
Nazir Ali

**What is Doorstep Crime:**

Doorstep crime (DSC) is unlawful or unethical practices carried out by offenders who approach individuals at their homes without prior arrangement, often targeting older adults or vulnerable individuals. These crimes typically involve cold-calling and offering services or products, such as:
• Property repairs (e.g., roofing, tarmac work, block paving, fascia and soffit installation, or gardening).
• Products for sale (e.g., furniture, mobility aids, security systems, or energy-saving devices).

The primary aim of such offenders is often to exploit trust or pressure residents into overpaying for substandard or unnecessary work, or into buying low-quality or overpriced products.

The methods used by offenders typically include:

**1. Overcharging and Fraudulent Services:**
• Charging excessive prices for goods or services.
• Charging for unnecessary or non-existent goods and services.
• Deliberately damaging property to create work.
• Leaving work unfinished or of poor quality.
• Claiming work is urgent when it isn't.
• Making false statements about the work, costs, or urgency.

**2. Intimidation and Grooming:**
• Using aggressive or threatening behavior to pressure the victim into compliance.
• Befriending or grooming the victim to gain trust, facilitating repeat victimisation.

**3. Cold Calling and Flyers:**
• Visiting homes unannounced, often after a telephone cold call or distributing misleading flyers.
• Using convincing sales pitches to pressure consumers into buying goods or services.

**4. Distraction Burglaries and Sneak-In Thefts:**
• Some offenders combine doorstep crime with theft by distracting the victim while an accomplice sneaks in to steal valuables.

**5. Fraudulent Access to Property:**
• Gaining entry under false pretenses, such as:
• Claiming to check for issues like leaks, often citing work on a neighbor's property.
• Inventing an urgent problem requiring immediate attention.

How to Recognise and avoid Doorstep Crime
• Be wary of uninvited callers offering goods or services.
• Never feel pressured into making immediate decisions or payments.
• Verify any claims independently, especially stories about urgent repairs or neighbour-related issues.
• Avoid engaging with cold callers, whether in person, by phone, or via flyers.
• Report any suspicious behaviour to law enforcement authorities.

These criminals are highly skilled at manipulation and deception, so vigilance and caution are key to protecting yourself and your property.
How to Spot and Avoid Dodgy Sales Talk in Doorstep Crime

Offenders often use persuasive and deceitful statements to pressure individuals into agreeing to unnecessary or overpriced work. Common examples include
• "We're working around the corner and noticed a loose tile on your roof."

They use this claim to create a false sense of urgency and make you feel the issue needs immediate attention.
• "We are in your area, and it's a special price if you agree today."

This tactic pressures you to make a rushed decision, often for substandard or unnecessary work.
• "I've just done a job for your neighbour."

They hope to build trust by pretending to have worked locally, though this is usually a lie.
• "We've got material left over from another job."

This is designed to make you think you're getting a bargain, but the materials or work are often substandard.

**Key Points to Remember**
• Reputable traders do not need to knock on doors to find work.
• Always take time to verify claims, and do not be rushed into making decisions.
• Legitimate businesses usually provide proper documentation, references, and a cooling-off period for decisions.
• If in doubt, close the door and report suspicious activity to local authorities.

Staying alert to these tactics can protect you from falling victim to doorstep crime.

Low Reporting Rates of Doorstep Crime (DSC)
Studies suggest that only 5–20% of doorstep crimes are reported to authorities. Several factors contribute to these low reporting rates, including:

**Fear and Anxiety**
**1.** Fear of Repercussions:
Victims may worry about retaliation from offenders or their associates if they report the crime.
**2.** Fear of the Criminal Justice Process:Concerns about getting involved in lengthy or intimidating legal procedures deter victims.
**3.** Fear of Losing Independence:
Victims, especially older adults, may fear that reporting the crime could lead to family or authorities questioning their ability to live independently.

Cognitive and Emotional Barriers
**4.** Lack of Mental Capacity:
Some victims may have cognitive impairments that make it difficult for them to recognize or report the crime.
**5.** Not Understanding or Accepting Victimisation:
Victims might not realize they have been scammed or may downplay the seriousness of the incident.
**6.** Embarrassment or Self-Blame:
Feelings of shame or believing they were at fault often prevent victims from coming forward.

**Social and Situational Factors**
7. Social Isolation and Loneliness:
Limited social connections can make victims less likely to share their experiences or seek help.
**8.** Belief in Futility:
Victims may think reporting will not lead to any action or recovery, seeing it as a waste of time.
**9.** Not Knowing Where to Report:
A lack of awareness about how or where to report such incidents is a common barrier.
**10.** Desire to Forget the Incident:
Victims may prefer to avoid the stress or trauma of revisiting the incident and choose to ignore it instead.

Encouraging Reporting of Doorstep Crime
• Raising Awareness: Public campaigns can educate individuals on recognising doorstep crime and how to report it.
• Community Support: Social programs and neighbour networks can help isolated individuals feel supported.
• Simplifying Reporting Processes: Providing clear, accessible methods for victims to report crimes anonymously or through trusted intermediaries.
• Reassurance of Safety: Ensuring victims understand that their reports will be handled confidentially and without risk of retaliation.

Building confidence and support systems for victims is key to addressing the underreporting of doorstep crime.

Best Practice Advice to Prevent Doorstep Crime and Scams
Taking proactive steps can significantly reduce the risk of falling victim to doorstep crime or scams. Here's a comprehensive guide for individuals and communities:

**For Neighbours and the Community**
• Be Vigilant: Keep an eye out for unusual activity, such as unexpected work being carried out at a neighbour's property.
• Check on Vulnerable Individuals: If you know someone who is elderly or vulnerable, and you see strangers at their home, consider intervening or calling the police if needed.
• Start a Conversation: If you feel comfortable, ask your neighbour about the work being done: "I see you're having work done—what is it for?" ***-to be continu page 23***

# Bangladesh's Political Quagmire: Uncertainty Looms Large

Imran A. Chowdhury

**Bangladesh's Political Quagmire:**
Uncertainty Looms Large Bangladesh is no stranger to political turbulence, but the current climate presents a unique and delicate moment in its democratic journey. Trust in the system is waning, as conflicting signals and opaque intentions from the interim government leave many citizens and observers uncertain about the nation's political future. With election dates seemingly deferred and rumors of sweeping reforms targeting established political figures, questions about the country's direction have intensified.

**A Trust Deficit**
Public confidence in the political process has reached a critical low. The interim government, tasked with overseeing a free and fair election, faces growing skepticism due to its lack of transparency. The absence of a clear roadmap for elections has only fueled speculation, with many fearing that key democratic processes might be indefinitely postponed. For a country that prides itself on its hard-won independence and democratic ideals, this erosion of trust is particularly disheartening.

**Allegations and Reforms: A Double-Edged Sword?**
One of the most contentious aspects of the current situation is the potential sidelining of prominent figures from hereditary political dynasties. These allegations, ranging from corruption to inefficiency, have long been a point of contention in Bangladesh's political discourse. While some hail the prospect of accountability as a necessary step toward reform, others view it as a politically motivated move that risks deepening divisions and alienating large sections of the electorate. The potential consequences of this move, such as the loss of experience and the alienation of loyal supporters, need to be considered in the broader context of political reform.
The possibility of a political reshuffle, where entrenched figures may no longer dominate, has sparked both hope and fear. On one hand, reform could herald a new era of meritocratic governance. On the other, the lack of clarity surrounding these changes raises concerns about fairness, due process, and the long-term stability of the political system.

**The promise of reform and renewal, while enticing, is fraught with challenges**

**A Shift in Geopolitical Posturing?**
Adding to the intrigue is Bangladesh's apparent rapprochement with a former adversary. This unexpected development, coupled with the government's ambitious reform agenda, which includes economic restructuring and social welfare programs, has led to speculation about a broader strategy to "reinvent the wheel" in both domestic and international policy. While forging new alliances can be a pragmatic move in a rapidly changing global order, it also risks alienating traditional partners and unsettling the nation's delicate geopolitical balance.

**The Path Forward: Challenges and Possibilities**
For Bangladesh, the stakes have never been higher. The promise of reform and renewal, while enticing, is fraught with challenges. True progress requires not only structural changes but also an inclusive approach that ensures no section of society feels marginalized. The path to normalcy—and indeed, the realization of any meaningful revolution—urgently requires dialogue, trust, and a genuine commitment to democratic principles.
As the nation waits for clarity on election dates and the scope of proposed reforms, one thing is clear: the journey ahead will not be easy. However, with its resilient population and vibrant civil society, Bangladesh has the potential to navigate this critical juncture and emerge even stronger. The key lies in balancing ambition with caution, and reform with inclusion, to ensure that the future remains one of hope rather than division. This moment is a test of leadership and collective will. Whether Bangladesh can rise to the occasion remains to be seen, but the stakes—its democratic legacy and the aspirations of its people—could not be higher.

# Raising Awareness of Doorstep Crime and Scams

- from page 22

**If You're at Home**
• Do Not Open the Door to Unexpected Callers:
• Use a peephole or door chain to see who is there.
• If the caller refuses to leave, call the police immediately.
• Never Deal at the Door: Avoid engaging in transactions or accepting services from cold callers.
• Use Trusted Traders: Choose reliable contractors who are Trading Standards Approved or come with personal recommendations.

**Protecting Yourself**
• Use a Door Chain: This allows you to speak to callers without fully opening the door.
• Display "No Cold Calling" Stickers: Place these visibly to deter unsolicited visitors.
• Seek Advice: If you need work done, consult trusted friends, family, or neighbours for recommendations.
• Report Suspicious Activity: Contact the Police or Citizens Advice to report potential rogue traders or scams.

Recognising and Protecting Against Scams
Doorstep crime isn't the only way scammers target victims. Other common scams include:
**1.** Text Message Scams: Messages claiming to be from banks, delivery companies, or government agencies asking for personal information.
• Tip: Avoid clicking on links. Verify directly with the organization.
**2.** Email Scams: Fraudulent emails that request sensitive information or payments.
• Tip: Check sender details and never respond to unsolicited emails.
**3.** Cold Calls: Calls from people posing as officials, asking for payment or sensitive data.
• Tip: Hang up and verify with the actual organisation.
**4.** Romance Scams: Scammers exploit emotional connections to defraud victims financially.
• Tip: Be cautious about sharing personal details or sending money online.
**5.** Postal Scams: Letters promising winnings or asking for fees to claim prizes.
• Tip: Legitimate contests never require payment to receive winnings.
**6.** Street or Home Scams: Approaches in public or followed home by someone claiming they need help or offering products.
• Tip: Politely refuse and walk away.
**7.** Free Ad Scams: Fake offers or advertisements that lead to fraud.
• Tip: Verify the authenticity of the offer before committing.
**8.** Cyber Scams: Online schemes targeting sensitive information or finances.
• Tip: Use strong passwords, avoid suspicious links, and ensure your devices are protected by up-to-date security software.

**Key Reminder:**

Rogue traders and scammers rely on pressure and deception. If you're ever unsure, don't open the door, respond, or engage. Taking simple precautions can help protect yourself and others in your community from harm.

Reporting Doorstep Crime and Scams
If you or someone you know has experienced doorstep crime or scams, here are the key resources and contacts to report the issue and seek assistance:

**1. Citizens Advice**
• Consumer Helpline:
Call 0808 223 1133 for guidance on consumer-related issues.
Visit the Citizens Advice Website Contact the consumer service - Citizens Advice
• Find a Trusted Trader:
Use their resources to locate reputable traders.
Find a Trusted Trader: Find a local trusted trader | TrustATrader

2. Action Fraud (Fraud and Cyber Crime)
• Report Online:
Report Fraud and Cyber Crime: Reporting fraud and cyber crime | Action Fraud
• Report by Phone: Call 0300 123 2040 for assistance.

**3. Trading Standards Service**
• Consumer Help Portal:
Get advice or report issues to Trading Standards via their official site: Consumer Help and Advice | CTSI - Chartered Trading Standards Institute UK

**4. London Trading Standards**
• Reporting Consumer Crime:
Specific to London residents, use this resource to report rogue traders and consumer crimes:
Report consumer crime - London Trading Standards

**Why Reporting Matters**
• Reporting helps protect others from falling victim to the same scams.
• It aids authorities in identifying and prosecuting offenders.

• By sharing your experience, you contribute to raising awareness and preventing future incidents.

Year: 22 ◆ Issue: 1038 ◆ Friday 29 November - Thursday 05 December 2024

# BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

# জাতীয় ঐক্যের আহবান বিএনপি'র

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতারা। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় যান। এক ঘণ্টার বেশি চলা বৈঠকের পর বিএনপি

মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, এখন বিভাজনের সময় না। সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া চলমান বিশৃঙ্খলা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমরা বলেছি। প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। বৈঠক শেষে প্রধান --১৭ পৃষ্ঠায়

## কেইটারিং সার্কেলের বার্ষিক সাধারণ সভা: উদ্ভাবন ও অনুপ্রেরণার সন্ধ্যা

**স্টাফ রিপোর্টার:** যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্ট ও হসপিটালিটি শিল্পের জন্য নিবেদিত মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, কেইটারিং সার্কেল, মঙ্গলবার রাতে সফলভাবে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজন করেছে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্ল্যাটফর্ম-এর এক্সিকিউটিভ মেম্বার, লাইফ মেম্বার, টিভি শো বিজয়ীসহ সম্মানিত অতিথিরা।

কেইটারিং সার্কেলের ফাউন্ডার মো. আব্দুল হক এবং চ্যানেল এস টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিলের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এক্সিকিউটিভ মেম্বার --১৭ পৃষ্ঠায়

## ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় 'এসিস্টেড ডাইং বিল' প্রসঙ্গ

## নিজে নিজের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় কবিরা গুনাহ : শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

**স্টাফ রিপোর্টার:** 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, জীবন-মৃত্যু আমার হাতে। আমি জীবনের মালিক। মৃত্যুর মালিকও আমি। মৃত্যু কখন দেবো, সেই সিদ্ধান্ত আমিই গ্রহণ করবো। আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে যদি কেউ নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয়, এটা হবে বড় কবিরা গুনাহ। তার জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। কথাগুলো বলেছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। ২২ নভেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় তিনি কথাগুলো বলেন। খুতবার বিষয়বস্তু ছিলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত 'এসিস্টেড ডাইং' বিল (দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ মানুষকে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে মেরে ফেলা)।

বিলটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, সরকার কিছু বিল নিয়ে এসেছে পার্লামেন্টে পাস করানোর জন্য। যারা অনেকদিন থেকে খুব অসুস্থ অবস্থায় আছেন, বহু কষ্টে অশান্তিতে আছেন। তারা জীবনে এতো --১৭ পৃষ্ঠায়

## মিয়ানমার জান্তাকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারির আবেদন

**পোস্ট ডেস্ক :** রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান --১৭ পৃষ্ঠায়

## ব্রিটেনে কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে মানসিক চাপ

**পোস্ট ডেস্ক :** দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কঠোর সময়সীমা এবং সীমিত কাজের স্বাধীনতা ব্রিটেনের কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরি করছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে তাই কর্মক্ষেত্রের র‍্যাংকিং-এ যুক্তরাজ্য সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এত কঠোর নীতির পরও যুক্তরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে "কমিশন ফর হেলদিয়ার ওয়ার্কিং লাইভস" এর জন্য, যা ব্রিটেনের হেলথ ফাউন্ডেশন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান আইনের আওতায় কাজের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের কর্মীরা বেশি চাপের মুখোমুখি। তিন-পঞ্চমাংশ কর্মী কঠোর সময়সীমায় কাজ করেন --১৬ পৃষ্ঠায়

## বিচারপতিকে ডিম ছুড়ে মারলেন আইনজীবীরা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** আট বছর আগে ২০১৬ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করার অভিযোগে হাইকোর্টের এক বিচারপতির দিকে ডিম ছুড়ে মেরেছেন একদল আইনজীবী। বুধবার বিচারপতি আশরাফুল কামালের নেতৃত্বে দ্বৈত বেঞ্চে এ ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান খান সাংবাদিকদের বলেন, 'সম্প্রতি একটি --১৬ পৃষ্ঠায়

## ব্রিটেনে ভয়াবহ ঝড়ে পাঁচজনের মৃত্যু

**পোস্ট ডেস্ক :** যুক্তরাজ্য জুড়ে ঝড় বার্টের প্রভাবে কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি টানা বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ট্রেন ও ফ্লাইট বাতিলে বিপর্যস্ত জনজীবন। নদীর পানি উপচে প্লাবিত হয়েছে ওয়েলসের --১৭ পৃষ্ঠায়

## ব্যারিষ্টার নাজির আহমদের আইন পেশার "সিলভার জুবিলী উদযাপন"

**স্টাফ রিপোর্টার:** আজ সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত বৃটিশ সুপ্রীম কোর্টের প্রতিথযশা আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনের নিউহ্যাম বারার টানা তিনবারের সাবেক ডেপুটি স্পীকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ তাঁর আইন পেশায় ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে "সিলভার জুবিলী" উদ্যাপন এবং এ উপলক্ষ্যে "ইন্সপায়ার এ মিলিয়ন" নামে নতুন এক চ্যারিটি প্রতিষ্টার লক্ষ্যে "Meet the Press with Barrister Nazir Ahmed" শীর্ষক অনুষ্ঠানে বলেন, চলতি বছর --১৭ পৃষ্ঠায়

22 Years of KEEPING YOU POSTED!

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk